প্রকাশনার ৮৩ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ১১ ❖ ২৬ মার্চ - ১ এপ্রিল, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

২৬শে মার্চ
মহান স্বাধীনতা দিবস

মহান মুক্তিযুদ্ধ ও আমাদের স্বাধীনতা

খ্রিস্টে আমরা স্বাধীন মানুষ

সাধু যোসেফের প্রতি ভক্তি অর্পণ

পরম পিতার স্নেহাশ্রয়ে পাঁচটি বছর

স্মৃতির পাতায় উনত্রিশ
"তোমার সমাধি ফুলে ফুলে ঢাকা কে বলে আজ তুমি নাই
তুমি আছ মন বলে তাই"

প্রয়াত সানি প্লাসিড পালমা
আগমন : ২৯ জানুয়ারি, ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ
প্রস্থান : ২৯ মার্চ, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
হারবাইদ, গাজীপুর

দেখতে দেখতে পাঁচটি বছর পেরিয়ে গেল সানি তুমি আমাদের মাঝে নেই। কেন জানি তোমার স্মৃতি আজও আমরা ভুলতে পারছি না। সবাইকে নিঃস্ব করে কেন তুমি চলে গেলে? এভাবে তোমার চলে যাওয়াটা আজও আমরা মেনে নিতে পারি না। সবাই তো আছি শুধু তুমি নেই। তুমি ছাড়া আমাদের পরিবার একেবারেই শূন্য, আনন্দ নেই, হৈ হৈল্লোর নেই, কেউ আর কোন কিছুর জন্য আবদার করে না। তুমি যেন পুরো বাড়িটাকে মাতিয়ে রাখতে। তোমার পদচারণায় মুখর হয়ে থাকতো সবকিছু। তুমি সবার ছোট, আর চলে গেলে সবার আগেই? মা বাবা ও আমরা সবাই আজও তোমার কথা ভেবে চোখের জল ফেলি। তুমি বেঁচে আছ আমাদের হৃদয়ে, আমাদের মনে, আমাদের ভালোবাসায়। ঈশ্বর তার বাগানের শ্রেষ্ঠ ফুলটি তুলে নিয়েছেন। সানি তুমি ছিলে সরল, নম্র, ধৈর্যশীল, দায়িত্বশীল পরিপক্ক একজন মানুষ। কি যেন একটা আকর্ষণে তুমি সবাইকে কাছে টেনে নিতে। কি করে ভুলি তোমায়! ২৯ জানুয়ারি যৌথ পরিবারে সর্ব কনিষ্ঠ হয়ে এ ধরায় এসেছিলে তুমি। আটাশ বছর পূর্ণ করে ২৯শে যবে পা রেখেছিলে তক্ষুণি সবাইকে শোক সাগরে ভাসিয়ে নতুন তরী নিয়ে চলে গেলে স্বর্গধামে। তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরা সবাই যেন হয়ে উঠি ভালোবাসার মানুষ। তাই আজ ঈশ্বরের কাছে যাচ্না করি, ঈশ্বর তোমার আত্মাকে চিরশান্তি দান করুন।

উনত্রিশে জানুয়ারি এ পৃথিবীতে তোমার আগমন,
আটাশের সমাপ্তিতে করেছিলে উনত্রিশে সবে পদার্পণ।
এ পৃথিবীর স্নেহ ভালোবাসা উপেক্ষা করে উনত্রিশে মার্চ জীবন তোমার সমাপন ॥
তোমার আগমনে কেঁদেছিলে তুমি, আনন্দে মেতেছিল সারা ভুবন,
তোমার মৃত্যুতে শোকাহত, মর্মাহত আমরা, পরম শান্তিতে তুমি করছো স্বর্গে অবস্থান।
তোমার মতো সাধনার হোক আমাদের সবার জীবন ॥

তোমারই শোকাহত আমরা –
দিলিপ-কনিকা (বাবা ও মা), সিস্টার মেরী জেনিফার এসএমআরএ (দিদি), শুভ্রা (স্ত্রী), যোনাথন, জেইভান জিয়ানা, ড্যানিয়েলা, ইথান, ন্যাথান, জোভানা, এথেনা, ভিয়ান, ডিলেন, জয়েস, টনি, লিমা-ডেভিড, মার্টিন-লিজ, জনি-জ্যোতি, মার্ভিন, ববি, ঝুমা-ফেবিয়ান, শেলী-নূপুর, সিস্টার মেরী প্রণতি এসএমআরএ, কানন, মনিকা-অনিল, সিস্টার মেরী দীপ্তি এসএমআরএ ও সুব্রত-রেনু।

বিজ্ঞ/৮৮/২০২৩

"সঞ্চয় আমাদের মূল লক্ষ্য, দারিদ্র দূরীকরণ আমাদের স্বপ্ন"

নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
NAGARI CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD.
(Established: 1962, Registration No. 23/84, Amended: 01/21)

সূত্র: এনসিসিসিইউএল ২০২৩/০৩/১২৯৩

তারিখ: ২১/০৩/২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিষদের ২৫তম বোর্ড সভা গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক "নিম্ন লিখিত পদ সমূহে" দক্ষ ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থী নিয়োগ প্রদান করা হবে। আগ্রহী প্রার্থীদের নিকট থেকে আবেদন পত্র আহ্বান করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট পদের জন্য যোগ্যতা, অভিজ্ঞতাসহ অন্যান্য শর্তাবলী নিম্নে প্রদান করা হলো:

ক্র: নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	বয়স	বেতন	অভিজ্ঞতা
১	লোন রিয়েলাইজেশন মাঠ কর্মী (চুক্তি ভিত্তিক)	২ জন	কমপক্ষে এইচ.এস.সি.	৩০-৪৫ বছর	আলোচনা সাপেক্ষে	➢ক্রেডিট ইউনিয়ন/আর্থিক প্রতিষ্ঠান/সেবা মূলক প্রতিষ্ঠানের কাজে ১ (এক) বৎসরের অভিজ্ঞতা। হিসাব সংক্রান্ত কাজের দক্ষতা থাকতে হবে। ➢দিনে ৬ ঘন্টা ফিল্ড ওয়ার্ক করতে হবে।
২	সিকিউরিটি গার্ড	১ জন	কমপক্ষে ৮ম শ্রেণি	২৫-৪৫ বছর	নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর বেতন স্কেল অনুযায়ী	➢ক্রেডিট ইউনিয়ন/আর্থিক প্রতিষ্ঠান/ সেবা মূলক প্রতিষ্ঠানের কাজে ১ (এক) বৎসরের অভিজ্ঞতা। ➢সাহসী, সুঠামদেহী ও উদ্দমী হতে হবে। আইনশৃঙ্খলা/প্রতিরক্ষাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে (এক্ষেত্রে বয়সসীমা শিথীলযোগ্য)।

আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদনপত্র আগামী ০৬/০৪/২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, বিকাল ৫টার মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পৌছাতে হবে। বিস্তারিত জানতে অফিস চলাকালীন সময়ে যোগাযোগ করুণ।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

টুটুল পিটার রড্রিক্স
সেক্রেটারি, ব্যবস্থাপনা পরিষদ
নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:

আবেদনপত্র পাঠাবার ঠিকানা
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:
নাইট ভিনসেন্ট ভবন, নাগরী, কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

বিজ্ঞ/৯৩/২০২৩

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৩, সংখ্যা : ১১
২৬ মার্চ - ১ এপ্রিল, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
১২ - ১৮ চৈত্র, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

সম্পাদকীয়

স্বাধীনতা চর্চা হোক দায়িত্বশীলভাবে

মার্চ মাসটি প্রতিটি বাঙালির জীবনে প্রেরণা, চেতনা ও আবেগের মাস। বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' বাঙালির মনে আসে বল, প্রাণে জাগায় শক্তি। শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ও নির্দেশনায় বাঙালি স্বাধীনতা আনয়নের লক্ষ্যে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। এ প্রস্তুতির কথা টের পেয়ে ও বাঙালির স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করার লক্ষ্যে বর্বর পাকিস্তানী বাহিনী স্বাধীনতাকামী বাঙালিদের স্তব্ধ করে দিতে কাপুরুষের মত রাতের অন্ধকারে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে হত্যা করে শত সহস্র ছাত্র-শিক্ষক ও সাধারণ মানুষকে দূরদর্শি শেখ মুজিবুর রহমান কালবিলম্ব না করে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। যার ফলশ্রুতিতে আমরা ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস ঘটা করে উদ্‌যাপন করি। ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করলেও এর জন্য বাংলার মানুষকে অনেক ত্যাগস্বীকার করতে হয়েছে। নয় মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশ মহান স্বাধীনতা অর্জন করেছে। চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয় ১৬ ডিসেম্বর। অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিগত সময়ে বাংলাদেশের অনেক অর্জন সাধিত হয়েছে। সে সাফল্য সমুন্নত রাখতে হলে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মানবিক মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করা; রাজনীতি দুর্বিত্তায়ন রোধ করা, সকল প্রকার সন্ত্রাস ও সহিংসতা পরিহার করা প্রকৃত স্বাধীনতার জন্য একান্ত প্রয়োজন। পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে স্বাধীনভাবে চলাফেরার এবং সমুন্নত রাখতে হবে স্বাধীনভাবে ও নিরাপদে ধর্মীয় অনুশীলন করার সংস্কৃতি।

স্বাধীনতার অপব্যবহারে আমাদের অবস্থা কেমন হতে পারে তা আমরা আমাদের প্রাণের ঢাকা শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থা ও অবস্থার দিকে দৃষ্টি দিলেই বুঝতে পারবো। পথচারী, রিক্সা, বাস, ট্রাক সকলে যখন যার যার মতো করে চলতে চায় তখন সকলেই আটকে যায়। ঘন্টার পর ঘন্টা সময় নষ্ট হয় আমাদের ব্যক্তি স্বাধীনতার স্বেচ্ছাচারী প্রকাশে। তাই স্বাধীনতা মানে নয় নিয়ম-নীতিকে তোয়াক্কা না করা, যেনতেনভাবে চলাচল বা কথা বলা। স্বাধীনতা হলো অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে নিজের অধিকার পরিপূর্ণভাবে ভোগ করা অর্থাৎ নিজের অধীনে থাকার নামই স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা মূলত ভৌগলিক ও রাজনৈতিক হলেও ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের বিভিন্নক্ষেত্রেও স্বাধীনতা প্রয়োজন ও প্রত্যাশিত। যেহেতু আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষই স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করতে পারছি না, তাই আমাদেরকে স্বাধীনতা যথার্থভাবে পালনের শিক্ষা দিতে হবে। প্রয়োজনে নিয়ম-নীতি প্রয়োগ করেও তা করা যেতে পারে। বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখতেন সকলে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ ও যার যার ধর্ম চর্চা করতে পারবে। আর তাইতো সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা সন্নিবেশিত করেছেন। বর্তমান সময়ে রাষ্ট্র পরিচালনা ও প্রশাসনিক কাজে জড়িতদেরও ধর্ম, কর্ম ও জীবনের প্রকৃত স্বাধীনতাবোধের সম্বন্ধে সজাগ ও উদার দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

দেশপ্রেম ও ঈশ্বরপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে খ্রিস্টানদের সামনে অনেক আদর্শ স্থানীয় ব্যক্তি রয়েছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম সাধু যোসেফ। খ্রিস্টমণ্ডলীতে তাঁকে বিশেষ সম্মানের চোখে দেখা হয়। তিনি মারীয়ার স্বামী ও যিশুর পালক পিতা। পবিত্র বাইবেলে বলা হয়, তিনি ধার্মিক ও সৎ ব্যক্তি ছিলেন, যিনি সর্বাবস্থায় ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে মারীয়া ও যিশুকে সকল প্রকার বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। জাতিতে ইহুদী হওয়ায় সাধু যোসেফ তাঁর সকল ধর্মক্রিয়া পালন করতেন কিন্তু দেশের আদেশ বলে যখন তাদের নাম নথিভুক্ত করার প্রয়োজন পড়ে তখন অনেক কষ্ট হলেও তারা সুদীর্ঘ পথ যাত্রা করে বেথলেহেমে যায়। কথা না বলে নীরবে নিভৃতে যোসেফ ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে তাঁর স্বাধীনতার উত্তম ব্যবহার করে আমাদেরকে আহ্বান করছেন আমরা যেন স্বাধীনতা সঠিকভাবে ব্যবহার করে মানুষের কল্যাণ সাধন করি। তাঁর মধ্যস্থতায় সকল অবস্থায় ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে আমরাও যেন সৎ, ধার্মিক ও বিশ্বস্থ নাগরিক হয়ে ওঠতে পারি এবং স্বাধীনতার শুদ্ধ ও দায়িত্বশীল ব্যবহার করি॥ †

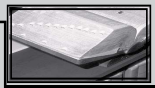

মার্থা তাঁকে বললেন, 'হ্যাঁ, প্রভু, আমি বিশ্বাস করি যে, আপনিই সেই খ্রীষ্ট, সেই ঈশ্বরপুত্র, সেই ব্যক্তি যিনি আসছেন।' (যোহন ১১:২৭)

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
পিটার ডেভিড পালমা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২৬ মার্চ - ১ এপ্রিল, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

২৬ মার্চ, রবিবার

এজে ৩৭: ১২-১৪, সাম ১২৯: ১-৪, ৫-৭ক, ৭-৮, রোমীয় ৮: ৮-১১, যোহন ১১: ১-৪৫ (সংক্ষিপ্ত ৩-৭, ১৭, ২০-২৭, ৩৩-৪৫) বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস

২৭ মার্চ, সোমবার

দানি ১৩: ১-৯, ১৫-১৭, ১৯-৩০, ৩৩-৬২, সাম ২২: ১-৬, যোহন ৮: ১-১১

২৮ মার্চ, মঙ্গলবার

গননা ২১: ৪-৯, সাম ১০২: ১-২, ১৫-২০, যোহন ৮: ২১-৩০

২৯ মার্চ, বুধবার

দানি ৩: ১৪-২০, ৯১-৯২, ৯৫, সাম দানি ৩: ৫২-৫৬, যোহন ৮: ৩১-৪২

৩০ মার্চ, বৃহস্পতিবার

আদি ১৭: ৩-৯, সাম ১০৫: ৪-৯, যোহন ৮: ৫১-৫৯

৩১ মার্চ, শুক্রবার

জেরে ২০: ১০-১৩, সাম ১৮: ২-৬, যোহন ১০: ৩১-৪২

১ এপ্রিল, শনিবার

এজি ৩৭: ২১-২৮, সাম জেরে ৩১: ১০-১৩, যোহন ১১: ৪৫-৫৬

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২৬ মার্চ, রবিবার

+ ১৯৫৫ ফাদার লুইজি অজ্জোনি পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০৬ ফাদার আমেদেও পেলিজ্জেজ্জা এসএক্স

২৭ মার্চ, সোমবার

+ ২০১৪ সিস্টার সূচনা চিরান সিআইসি (দিনাজপুর)
+ ২০১৮ ফাদার আলবিনুস টপ্প (দিনাজপুর)

২৮ মার্চ, মঙ্গলবার

+ ২০০৫ সিস্টার এম. মিডা মূলভে আরএনডিএম (ঢাকা)

২৯ মার্চ, বুধবার

+ ১৯৯৩ সিস্টার আঞ্জেলা সিম্মাহ আরএসডিএ (চট্টগ্রাম)

৩০ মার্চ, বৃহস্পতিবার

+ ১৯৬০ ফাদার রেমন্ড কেমেন্ট সিএসসি
+ ১৯৮৯ ফাদার যাকোব এসেলবোর্ণ এমএম
+ ২০১০ সিস্টার এম. জিতা পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)

৩১ মার্চ, শুক্রবার

+ ২০১৫ সিস্টার মেরী বোনাভেঞ্চার আরএনডিএম

খ্রীষ্টপ্রসাদ সংস্কার

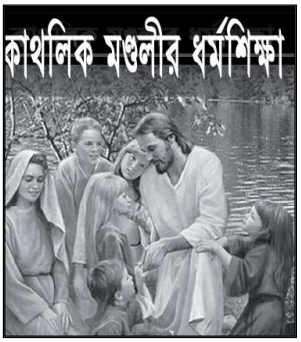

১৪৯৬: অনুতাপ সংস্কারের আধ্যাত্মিক ফলসমূহ হল:
- ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলন যার মাধ্যমে অনুতাপী কৃপালাভ করে;
- খ্রীষ্টমণ্ডলীর সঙ্গে পুনর্মিলন;
- মারাত্মক পাপের দরুন অনন্ত দণ্ড থেকে মুক্তি;
- আংশিকভাবে হলেও, পাপের দরুন সাময়িক দণ্ড থেকে মুক্তি;
- বিবেকের স্বস্তি ও প্রশান্তি এবং আধ্যাত্মিক সান্ত্বনা;
- খ্রীষ্টীয় আত্মিক সংগ্রামের জন্য আধ্যাত্মিক শক্তির বৃদ্ধি;

১৪৯৭: গুরুতর পাপের জন্য ব্যক্তিগত ও সম্পূর্ণ পাপস্বীকারই হল ঈশ্বর ও খ্রীষ্টমণ্ডলীর সঙ্গে পুনর্মিলনের একমাত্র সাধারণ উপায়॥

১৪৯৮: দণ্ডমোচনের দ্বারা বিশ্বাসীভক্তেরা নিজেদের জন্য এবং শুচ্যগ্নিস্থ আত্মাদের জন্য পাপজাত সাময়িক দণ্ডের ক্ষমা লাভ করতে পারে।

১৪৯৯: "রোগীদের পবিত্র তেললেপন এবং যাজকের প্রার্থনা দ্বারা খ্রীষ্টমণ্ডলী অসুস্থ ব্যক্তিদের যাতনাভোগী ও গৌরবান্বিত প্রভুর নিকট সমর্পণ করে, যেন তিনি তাদের রোগের উপশম করেন এবং রক্ষা করেন। তাছাড়া খ্রীষ্টমণ্ডলী রোগীদের উৎসাহিত করে যেন তারা তাদের দুঃখ-কষ্ট খ্রীষ্টের যাতনাভোগ ও মৃত্যুর সঙ্গে স্বেচ্ছায় এক ক'রে নিয়ে ঐশজনগণের কল্যাণ সাধন করে ।

॥ ক ॥ পরিত্রাণ ব্যবস্থায় এর ভিত্তিসমূহ

মানবজীবনে অসুস্থতা

১৫০০: অসুস্থতা ও যন্ত্রণা মানবজীবনের সবচেয়ে গুরুতর সমস্যাগুলোর মধ্যে সর্বদা গণ্য হয়ে আসছে। অসুস্থতায় মানুষ তার শক্তিহীনতা, সীমাবদ্ধতা ও নশ্বরতা উপলব্ধি করে। প্রতিটি অসুস্থতাই আমাদেরকে মৃত্যুর আভাস দিতে পারে।

১৫০১: অসুস্থতা মানুষকে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত, আত্মকেন্দ্রিক, এমনকি কোন কোন সময় ঈশ্বর সম্বন্ধে হতাশা ও তাঁর প্রতি বিদ্রোহের ভাব সৃষ্টি করতে পারে। আবার অসুস্থতা ব্যক্তিকে আরও পরিপক্ক করে তুলতে পারে, জীবনে যা-কিছু আবশ্যকীয় নয় তা অবধারণ ক'রে তাকে সাহায্য করতে পারে - যাতে তার যা আছে তার দিকে সে ফিরে আসে। প্রায়শঃই অসুস্থতা, ঈশ্বরের সন্ধান এবং তাঁর কাছে ফিরে আসার প্রেরণা জাগ্রত করে।

১৫০২: প্রাক্তনসন্ধিতে, মানুষ তার অসুস্থতা নিয়ে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে বাস করে। তার অসুস্থতার জন্য ঈশ্বরের সামনে সে বিলাপ করে এবং জীবন-মরণের অধিকর্তা ঈশ্বরের কাছেই সে সুস্থতার জন্য মিনতি জানায়। অসুস্থতা মনপরিবর্তনের উপায় হয়ে দাঁড়ায়; ঈশ্বরের ক্ষমা সুস্থতার সূচনা করে। ইস্রায়েলের অভিজ্ঞতা এই যে, অসুস্থতা পাপ ও মন্দতার সঙ্গে রহস্যময়ভাবে যুক্ত এবং বিধান অনুসারে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ততা জীবন পুনরুদ্ধার করে: "কারণ আমি প্রভু, তোমার আরোগ্যদাতা।" প্রবক্তা অনুভব করেন যে, অন্যদের পাপের জন্য রোগ-যাতনা মুক্তিদায়ী অর্থ বহন করতে পারে। পরিশেষে, ইসাইয়া ঘোষণা করেন যে, ঈশ্বর 'সিয়োনের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিটি অপরাধ ক্ষমা করবেন এবং সব অসুস্থতা নিরাময় করবেন।

১৫০৩: অসুস্থদের প্রতি এবং বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি সারিয়ে তোলার মধ্যে খ্রীষ্ট যে সহমর্মিতা প্রদর্শন করেন তা হচ্ছে, "ঈশ্বর তাঁর আপন জনগণকে দেখতে এসেছেন, এবং ঐশরাজ্য যে সন্নিকট, তারই উজ্জ্বল নিদর্শন। শুধুমাত্র আরোগ্যদানের ক্ষমতাই নয়, বরং পাপ ক্ষমা করার অধিকারও যীশুর আছে; দেহ ও আত্মাসহ ব্যক্তির গোটা সত্তাকে নিরাময় করতে তিনি এসেছেন; তিনি হলেন আরোগ্যকারী, অসুস্থদের জন্য তাঁর প্রয়োজন রয়েছে। যারা রোগ-যাতনায় কাতর, তাদের প্রতি তিনি এতই সহমর্মী যে, তিনি নিজেকে তাদের সঙ্গে একাত্ম করেন: "আমি পীড়িত ছিলাম আর তোমরা আমার সেবাযত্ন করেছিলে"। তাঁর ভালবাসায় অসুস্থদের অগ্রাধিকার যুগ যুগ ধরে চলে আসছে এবং খ্রীষ্টভক্তদের বিশেষভাবে আকর্ষিত করেছে তাদের প্রতি যারা দেহে ও মনে কষ্ট ভোগ করে। খ্রীষ্টের এই ভালবাসাই হল তাদের সান্ত্বনা দেবার ক্লান্তিহীন প্রচেষ্টার উৎস॥

ফাদার এলিয়াস পালমা সিএসসি

তপস্যাকালের ৫ম রবিবার

মূলসুর: যিশুই আমাদের নব জীবনের প্রত্যাশা

১ম পাঠ : এজে ৩৭: ১২-১৪
২য় পাঠ : রোমীয় ৮: ৮-১১,
মঙ্গল সমাচার : যোহন ১১: ১-৪৫

তপস্যাকালের ৫ম রবিবারের তৃতীয় শাস্ত্রপাঠের ভিত্তি করে আজকের সহভাগিতা। তৃতীয় শাস্ত্রপাঠের মূল বিষয় হলো, যিশু কর্তৃক মৃত লাজারুসকে নতুন জীবন দান। যিশুর পালকীয় ও প্রচারকাজে লাজারের কাহিনী একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কাহিনী। মৃত লাজারুসকে পুনঃর্জীবন দান একটি বাস্তব ও ঐতিহাসিক কাহিনী, যা মঙ্গলসমাচার লেখক এবং প্রেরিতশিষ্য সাধু যোহন অতি সুন্দর রূপে তুলে ধরেছেন। এটি একটি গভীর বিশ্বাসের কাহিনী; এটি একটি বড় আশ্চর্য কাহিনী। মৃত লাজারুসকে নতুন জীবনদানের কাহিনী আমাদেরই জীবনের কাহিনী, কেননা এটি অবিরত আমাদের জীবনে ঘটছে। লাজারুসের এই ঘটনা একটি চলমান ঘটনা, যা সর্বদা ঘটে চলেছে। এই অতি আশ্চর্য ঘটনায় বিশেষ কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয়, যা আমাদের জীবনধ্যানে ও খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের যাত্রা পথে অতি অর্থপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ।

যিশুর প্রতি মার্থা ও মারীয়ার অবাক করা বিশ্বাস

এর পূর্বে কি কেউ কখনো দেখেছে বা শুনেছে যে, মৃত কোন মানুষ বেঁচে উঠেছে? অথবা, লাজারুসের ঘটনার পূর্বে কেউ কি কখনো কোন মৃত ব্যক্তিকে বাঁচিয়ে তুলেছে? এটি একটি অতি বিরল ঘটনা। মার্থা ও মারীয়ার প্রাণপ্রিয় এবং অতি আদরের ভাই লাজারুস অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। লাজারুস ছিলেন যিশুর খুবই প্রিয় বন্ধু। তাই তার দুই বোনের অন্তরে এই দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, যিশু কাছে থাকলেই এই দূর্ঘটনা হতোই না। কেননা, তারা খুব ভাল করেই জানে যে, যিশু একজন ঈশ্বরের প্রেরিতজন সৎ, ধার্মিক ও পবিত্র। তাই লাজারুসের দুই বোন মার্থা ও মারীয়া যিশুকে বলছেন: "প্রভু, আপনি যদি এখানে থাকতেন, তবে আমার ভাই মারা যেতো না *(যোহন ১১:২১)*।" কিন্তু শেষ পর্যন্ত লাজারুস মৃত্যুবরণ করেছে; তাকে কবরও দেওয়া হয়েছে। তা-ও আজ চার দিন হলো মৃত লাজারকে কবরও দেওয়া হয়েছে। জগতের নিয়ম অনুসারে এখন তার বেঁচে উঠার আর কোন আশা নেই। তারা বেশ ভাল করেই জানে এবং বিশ্বাস করে যে, জগতের অন্তিম দিনে সে আবার বেঁচে উঠবে। আর তা কবে আসবে, তা কেউ জানে না।

কিন্তু যিশুর প্রতি মার্থা ও মারীয়ার বিশ্বাস মরে যায়নি, টলেও যায়নি- তাদের প্রিয় ভাইটির মৃত্যুতে যিশুর প্রতি বিশ্বাস একটু কমেও যায় নি। তাই মার্থা ও মারীয়া যিশুর প্রতি এক গভীর বিশ্বাস নিয়ে বলছেন: "তবুও আমি জানি, এখনো আপনি পরম উত্তম ঈশ্বরের কাছে যাকিছু চাইবেন, তা তিনি আপনাকে দেবেন *(যোহন ১১:২২)*।" অর্থাৎ, আপনি আমার মৃত ভাইটির জীবন ফিরে পাবার জন্যে পরম করুণাময় ঈশ্বরের কাছে অনুরোধ করলে, তিনি তা আপনাকে নিশ্চয়ই দেবেন।

যিশুর প্রতি গভীর বিশ্বাসের আরো কিছু সাক্ষ্য

আপনাদের কি মনে পরে যিশুর এই বাণী! যিশু তাঁর শিষ্যদের বলেছেন: "তোমাদের অন্তরে যদি সর্ষে বীজের মত এতটুকু বিশ্বাস থাকে, তবে তোমরা এই পাহাড়টাকে বলতে পার: 'এখান থেকে সড়ে ওখানে যাও', তবে পাহাড়টি সত্যিই সরে যাবে *(মথি ১৭:২০)*।"

আপনাদের কি মনে পরে, হতাশ পিতর ও তার সঙ্গীদের কাছে যিশুর বাণী! যে পিতর এবং তার সঙ্গীরা সারা রাত মাছ ধরতে চেষ্টা করেও একটি মাছও ধরতে পারেন নি! ভোরের দিকে পুনরুত্থিত যিশু অচেনা বেশে আবির্ভূত হয়ে পিতরকে বলেছেন: "নৌকার ডান দিকে একবার জাল ফেল তহলে নিশ্চয়ই কিছু পাবে *(যোহন ১১:২২)*।" যিশুর কথায় বিশ্বাস নিয়ে তিনি জাল ফেললেন, জালে এত মাছ ধরা পড়লো যে, শিষ্যেরা রীতিমতো আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

আপনাদের কি মনে পরে, বারো বছর ধরে রক্তস্রাবে ভোক্তভোগী নারীর কথা, যে তার চিকিৎসার জন্যে সবকিছু খরচ করেছিল, কিন্তু তাতে ভাল কোন সুফল পাওয়া যায় নি! সে যিশুর পিছনে পিছনে দৌড়াচ্ছিল তাঁকে একটু স্পর্শ করার জন্যে- তার অন্তরে এক গভীর বিশ্বাস নিয়ে। সে মনে মনে ভাবছিল: "যদি তাঁর পোশাকটাও একবার স্পর্শ করতে পারি, তবে আমি নিশ্চয়ই ভাল হয়ে উঠবো (মথি ৯:২১)।" ফলে, যিশুর প্রতি তার গভীর বিশ্বাসের কারণে, যিশুর পোশাক স্পর্শ করেই সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলো।। তাই যিশু তাকে বলেছিলেন: "মা, তোমার বিশ্বাসই তোমাকে সুস্থ্য করে তুলেছে *(মথি ৯:২২)*।

আপনাদের কি মনে পরে, একজন ইহুদী সমাজনেতার যিশুর প্রতি গভীর বিশ্বাসের কথা *(মথি ৯:১৮-২৬)*! সাধু মথি যার নাম উল্লেখ করেন নি, কিন্তু সাধু মার্ক তাঁর নাম উল্লেখ করেন 'যাইরাস' *(মার্ক ৫:২২)*। যার মেয়েটি দারুণ অসুস্থ ছিল *(মার্ক ৫:২৩)* এবং শেষে মরেই গেল। সবাই নিদারুণ হতাশায় পূর্ণ। যিশুর প্রতি গভীর বিশ্বাস নিয়ে, তার আদরের মেয়েটির জন্যে জীবন ভিক্ষা করে, সেই সমাজনেতা যিশুকে কি বলেছিলেন, তা কি আপনাদের মনে আছে? তিনি তাঁকে বলেছিলেন: "আমার মেয়েটি এই মাত্র মারা গেছে! আপনি এসে তার গায়ে একবার হাত রাখুন, তাহলে সে নিশ্চয়ই বেঁচে উঠবে *(মথি ৯:১৮-২৬)*।" আর তার বিশ্বাসের গুণে যিশু তার মেয়ের জীবন ফিরিয়ে দিলেন।

যিশু তাকে কী বলেছিলেন, তা কি আপনাদের মনে আছে? তিনি তাকে বলেছিলেন: "আপনি যান, আপনার মেয়েটি বেঁচেই থাকবে।" সমাজনেতা তার কথায় বিশ্বাস করেছিলেন। ঘরে এসে দেখতে পার, তার মৃত মেয়েটি এখন জীবিত; সে এখন খেলা করছে।

যিশুর প্রতি মাথা মারীয়ার ভালবাসার এক অসম্ভব দাবি

আপনি আমাদের প্রাণের ভাইকে ফিরিয়ে দিন, তাকে বাঁচিয়ে তুলুন। তাই চার দিনের মৃত এবং কবরে সমাহিত ভাইয়ের জন্যে জীবন ভিক্ষা করে প্রাণদাতা যিশুর প্রতি গভীর বিশ্বাস নিয়ে মার্থা যিশুকে বললেন: "আপনি এখনো পরম উত্তম ঈশ্বরের কাছে যা-কিছু চাইবেন, তা তিনি আপনাকে দেবেন *(যোহন ১১:২২)*।" কী অসম্ভব বিশ্বাস! কী গভীর তাদের বিশ্বাস! "তোমাদের অন্তরে যদি সর্ষে বীজের মত এতটুকু বিশ্বাস থাকে, তবে তোমরা এই পাহাড়টাকে বলতে পার: 'এখান থেকে সড়ে ওখানে যাও', তবে পাহাড়টি সত্যিই সরে যাবে *(মথি ১৭:২০)*।"

যিশু আজও মৃতকে জীবন দান করেন

যিশু কর্তৃক মৃতকে জীবন দান একটি চলমান ঘটনা। যিশুর, তথা ঈশ্বরের এই মহান প্রেমের ও আশ্চর্য ঘটনা সর্বদা ঘটে চলেছে। তিনি প্রতিনিয়ত মৃতকে জীবন দান করতে চান; কত অগণিত মৃত মানুষ ঈশ্বরের মহা কৃপা পেয়ে নতুন জীবন লাভ করে করে চলেছে।

(৯ পৃষ্ঠায় দেখুন)

খ্রিস্টে আমরা স্বাধীন মানুষ

ফাদার তুষার জেভিয়ার কস্তা

ভূমিকা: ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককেই তাঁর প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন এবং স্বাধীন মানুষ করেই সৃষ্টি করেছেন। "স্বাধীনতা মানুষের প্রথম এবং মহান একটি অধিকার (জন মিল্টন)।" স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার। কিন্তু আমাদের চারপাশে মানুষ, বাস্তবতা, পরিবেশ পরিস্থিতি দেখে মনে হয় কোথায় যেন মানুষ পরাধীনতার শৃঙ্খল আটকে আছে। "মানুষ জন্ম নেয় মুক্তভাবে, কিন্তু সবখানেই সে শৃঙ্খলাবদ্ধ (জিন জ্যাকস রউজি)।" মানুষের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ঈশ্বরও জোর করে কিছু করেন না। "স্বাধীনতা যেখানে একটি জাতি, দেশ বা রাষ্ট্র বা জায়গা থাকবে, নিজস্ব শাসনব্যবস্থা এবং সাধারণত কোন অঞ্চলের সার্বভৌমত্ব থাকবে। স্বাধীনতার বিপরীত হচ্ছে পরাধীনতা। স্বাধীনতা মানে যা খুশী তা করা নয়।" আমাদের মুক্তিদাতা প্রভু যিশুখ্রিস্ট আমাদের স্বাধীন করে দেওয়ার জন্য এই পৃথিবীতে এসেছেন। "সুতরাং খ্রিস্ট যখন তোমাদের স্বাধীন করে দিয়েছেন, তিনি চেয়েছেন, আমরা যেন সত্যিই স্বাধীন হয়ে থাকি। তাই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাক তোমরা; নিজেদের ওপর আর সেই দাসত্বের জোয়ালটা চেপে বসতে দিয়ো না *(গালাতীয় ৫:১)*।" প্রকৃত স্বাধীন মানুষ হচ্ছেন প্রভু যিশুখ্রিস্ট আর আমরা তাঁর অনুসারী। "মানুষ যখন প্রভুর দিকে মন ফেরায়, শুধু তখনই সেই আবরণ সরিয়ে দেওয়া হয়। এখানে প্রভু বলতে পবিত্র আত্মাকেই বোঝায়। আর প্রভুর আত্মা যিনি, তিনি যেখানে, সেখানেই স্বাধীনতা *(২য় করিন্থীয় ৩:১৬-১৭)*।" তাই তো পবিত্র বাইবেল আমাদের অনুপ্রাণিত করে, তোমরা পবিত্র আত্মার প্রেরণাতেই নিত্য পথ চল। পবিত্র আত্মা হচ্ছেন আমাদের চালিকাশক্তি।

অধীনতা নয় স্বাধীনতাই কাম্য: স্বাধীনতা আসলে কি! স্বাধীনতার স্বাদ কি সবাই পায়! স্বাধীনতা ব্যক্তি বিশেষে ভিন্ন রকম মনে হলেও স্বাধীনতা সর্বজনীন। অর্থাৎ একই ভূখণ্ডে কেউ মনে করবে সে স্বাধীন আবার কেউ পরাধীনতার শৃঙ্খলে আটকে থাকবে এটা হতে পারে না। স্বাধীনতা নিয়ে একটি শিশু ভাবে, স্বাধীনতা হলো খেলনার মতো। নিজের ইচ্ছামত যখন যা খুশী তা-ই করতে পারা। কিশোর-কিশোরী ভাবে, স্বাধীনতা হলো স্কুলে-কলেজে শিক্ষক-গুরুজনদের ফাঁকি দিয়ে সারাদিন হই-হুল্লোড় করে ঘুরে বেড়ানো। যুবক-যুবতী ভাবে, স্বাধীনতা হলো বাবা-মায়ের কথার অবাধ্য হওয়া, নিজের খেয়াল খুশি মতো যা ইচ্ছা তা করা। পিতা ভাবেন, নিজের স্ত্রী-সন্তানদের ভরণপোষণ, পরিবারে স্বচ্ছলতা আনয়ন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করাই হচ্ছে স্বাধীনতা। অফিসের বস ভাবেন, স্বাধীনতা হলো কর্মচারীদের ইচ্ছামত কাজ করানো, দুর্ব্যবহার করা ও মাতব্বরী করা। ভিক্ষুক ভাবেন, অন্যের কাছে দু'হাত পেতে স্বাধীনভাবে ভিক্ষা করাই তার অধিকার বা স্বাধীনতা। পথচারী ভাবেন, রাস্তা দিয়ে যেমন খুশী তেমনভাবে হেঁটে চলা তার স্বাধীনতা। আসলে "স্বাধীনতা হলো সবচেয়ে গভীরতম আর সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত আকাঙ্ক্ষা (রোনাল্ড রিগ্যান)।" সব মানুষ স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকতে চায় কিন্তু স্বাধীনভাবে বাঁচতে গিয়ে অন্যের স্বাধীনতা নষ্ট করা, শান্তি নষ্ট করা, অন্যকে কষ্ট দেয়া, অন্যান্য আচরণ করা সমাজে মানুষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে আছে।

স্বাধীনতা সবার কাঙ্খিত লক্ষ্য: স্বাধীন হতে কে না চায়! সব মানুষই স্বাধীন হতে চায়। বর্তমান এই ডিজিটাল যুগে সবাই স্বাধীনভাবে জীবন-যাপন করতে চায়। কেউ কারো অধীনে থাকতে চায় না। আজকের যে শিশুর জন্ম হয়েছে সেও স্বাধীনভাবে হাত পা নাড়াচাড়া করে। "স্বাধীনতা মানুষের মনের একটি খোলা জানালা, যেদিক দিয়ে মানুষের আত্মা ও মানব মর্যাদার আলো প্রবেশ করে (হার্বার্ট হুভার)।" প্রচলিত একটি কথা আছে, স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা অনেক কঠিন কাজ। মানুষ উন্নতি করতে চায়, নিজে ভাল থাকতে চায় সেজন্য স্বাধীনতা চায়। সেজন্য "উন্নতির সেরা রাস্তা হল স্বাধীনতার রাস্তা (জন এফ. কেনেডি)।" উন্নতির নামে স্বাধীনভাবে কাজ করতে গিয়ে কেউ অন্যকে ঠেলেঠুলে, কেউ অন্যের রক্ত চুষে, কেউ অন্যের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে উপার্জন করে। কেউ হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রম করে, কেউ আবার বাবার হোটেলে খেয়ে-দেয়ে স্ফূর্তি করে। কেউ সত্যের সাধনা করে, কেউ আবার পালিয়ে লুকোচুরি খেলে। এমন বাস্তবতা দেখেই হয়তো জয়নুল আবেদিন বলেছিলেন, "এখনতো চারিদিকে রুচির দুর্ভিক্ষ! একটা স্বাধীন দেশে সুচিন্তা আর সুরুচির দুর্ভিক্ষ! এই দুর্ভিক্ষের কোন ছবি হয় না।"

স্বাধীনতা স্বাধীন মানুষ করে: সেই প্রাচীন কাল থেকেই আমরা দেখি, যারা দুর্বল তাদের উপর সবলের অত্যাচার, জুলুম, নির্যাতন। প্রাচীনকালে ছিল কিন্তু বর্তমানে নেই এমনটা ভাবা ঠিক হবে না। এমন বাস্তবতা আজও বিদ্যমান। কেউ একজন বলেছিল, "স্বাধীনতা এমনি এক জিনিস যে, যতক্ষণ আপনি তা অপরকে দিতে রাজী না হবেন ততক্ষণ নিজেও তা পাবেন না।" স্বাধীনতা পেতে হলে গুটি পোকার মত খোলসে আবদ্ধ না থেকে প্রজাপতির মত মুক্ত হতে হবে। মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েই সন্তান স্বাধীন হয়। ভূমিষ্ট হওয়ার সময় মা এবং সন্তান দু'জনকেই যুদ্ধ করে। ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস। কত ত্যাগ-তিতিক্ষা, কান্না আর রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা পেয়েছে। স্বাধীনতা এমনি এমনি ধরা দেয় না, তার জন্য সংগ্রাম করতে হয়, পরিশ্রম করতে হয়, রক্ত ঝরাতে হয়। স্বাধীনতা স্বাধীন মানুষ করে তোলে কিন্তু আমাদের দেশে, সমাজে, পরিবারে তার উল্টো চিত্র দেখা যায়। স্বামী-স্ত্রীর উপর, স্ত্রী বৃদ্ধা শাশুড়ির উপর, শাশুড়ি, পুত্র, বধুর উপর, আবার পিতা সন্তানের উপর, শিক্ষক দুর্বল ছাত্রটির উপর, অফিসের বস কর্মচারীটির উপর, কর্মচারীটি পিয়নটির উপর, পিয়নটি তার নিম্নস্থ ব্যক্তিটির উপর কর্তৃত্ব ফলাচ্ছে। স্বাধীন মানুষ হওয়ার নামে আমরা কতগুলো কুপ্রকৃতি, কু-অভ্যাস, কু-কর্মের দাস হয়ে পড়ছি। নিজের জীবনে শান্তি নেই, অন্যের জীবনেও শান্তি নষ্ট করছি। স্বাধীনতা মানুষকে স্বাধীন মানুষ হতে দিচ্ছে না মানুষের মনোভাবের কারণে। মানুষ যদি সৎ চিন্তা করে, সৎ কাজ করে এবং সৎ জীবন-যাপন করে তাহলে নিজে স্বাধীন হবে এবং অন্যকে স্বাধীনতা দিবে।

স্বাধীনতা একটি বড় চ্যালেঞ্জ: সামগ্রিকভাবে চিন্তা করলে আজ আপনার আমার সামনে স্বাধীনতা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। আমাদের চিন্তা করে দেখতে হবে নিজের ও অপরের দাসত্বের মধ্যেই কি জীবন কাটাবো, নাকি নিজে স্বাধীন হয়ে উঠে অন্যকেও স্বাধীন করে তুলবো? স্বাধীন হওয়ার জন্য সত্য আমাদের বড় অস্ত্র। সত্য আমাদেরকে রক্ষা করবে, সত্য আমাদের আলোর পথ দেখাবে, সত্য আমাদের স্বাধীন করে দেবে। "সেও একদিন অবক্ষয়ের দাসত্ব

(১০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

সাধু যোসেফের প্রতি ভক্তি অর্পণ

ব্রাদার সিলভেস্টার মৃধা সিএসসি

ছবি: ইন্টারনেট

মানব মুক্তির ইতিহাসে ঈশ্বরের সুমহান পরিকল্পনা ভাববাদী/প্রবক্তা ও মনোনীত ব্যক্তিগণ বাস্তবায়িত করেছেন। ঈশ্বর তাঁর দিব্য পরিকল্পনায় যোসেফ নামের এক পরম সৎ ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে মারীয়ার বাগদত্তা স্বামী হিসেবে মনোনীত করেছিলেন। মুক্তিকামী কাজে পবিত্র আত্মার শক্তিতে ঐশ ইচ্ছায় মারীয়া পুত্র যিশুকে জন্ম দিয়েছিলেন। মাতা পুত্রের সাথে যোসেফ ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করতে বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়ে এক মহা আদর্শ স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন।

মাতামণ্ডলী তাই এই বিশ্বস্ত সেবক ও যিশুর পালক পিতা সাধু যোসেফকে শ্রদ্ধার সাথে ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শণার্থে ১৯ মার্চ সাধু যোসেফের পার্বণ/দিবস এবং শ্রমজীবী মানুষের ন্যায্য মজুরী আদায়ের সামাজিক ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার প্রতিপালক হিসেবে ১ মে 'শ্রমিক দিবস'ও উদ্‌যাপন করে।

যদিও আমাদের পক্ষে সব সাধু-সাধ্বীদের জীবনী পাঠ ও জানা সম্ভব নয় তথাপি পর্বগুলো ভক্তিসহকারে পালন করা আমাদের একটি নৈতিক দায়িত্ব। কেননা তাদের জীবনাদর্শ থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে, গ্রহণ করতে এবং বাস্তব জীবনে তা প্রতিফলন ঘটিয়ে ধর্মীয় বিশ্বাস বৃদ্ধি, নম্রতা, ধৈর্য, ভ্রাতৃপ্রেম, সমাজ সেবা, ক্ষমা, ত্যাগ এবং অনুরূপ নানাবিধ গুণ অনুকরণ করে আদর্শ জীবন-যাপনে অনুপ্রাণিত হতে পারি। তাই সাধু যোসেফের দু'টি পর্ব বিশেষ করে ১৯ মার্চ এবং ১ মে, মা মারীয়ার ভক্তির সঙ্গে গৌরবান্বিতা কুলপতি, ঈশ্বর জননীর বিশুদ্ধ স্বামী, প্রভু যিশুখ্রিস্টের পালক-পিতা হিসেবে শ্রদ্ধার সঙ্গে তাকে স্মরণ ও পালন করি।

সাধু যোসেফের প্রতি ভক্তি: ধর্মীয় জীবনে, খ্রিস্টভক্ত হিসেবে সাধু যোসেফের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের বিশেষ কয়েকটি কারণ রয়েছে। মারীয়া, যিশু এবং যোসেফের যে পবিত্র পরিবার গড়ে উঠেছিল; প্রারম্ভ থেকেই ঈশ্বরের সুমহান পরিকল্পনা ও ইচ্ছার প্রতিফলন আমরা তাদের মধ্যে দেখতে পাই। পরিবারে আদর্শ পিতা, পরিচালক, রক্ষক, সুবিবেচক, দায়িত্বশীল, ন্যায়বান, বিশ্বস্ত, ধর্মভীরু, বাধ্য, নম্র এবং অনুপ্রেরণাকারী হিসেবে আমরা সাধু যোসেফকে চিহ্নিত করতে পারি।

এখানে উল্লেখ্য, ঈশ্বর প্রদও যেসব গুণাবলীতে সাধু যোসেফকে ভূষিত করা হয়েছে তাতে সাধারণ কোন ব্যক্তির সঙ্গে অতুলনীয় বা তুলনা করা ধৃষ্টতারই সামিল। তবে একথা স্বীকার্য যে, অতিমানব হিসেবে যোসেফের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অন্তরের ভালবাসা ও শ্রদ্ধার প্রকাশ ঘটেছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি বিশেষের নামকরণের মাধ্যমে। যেমন বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশ, উপ-ধর্মপ্রদেশ, ধর্মপল্লী, সম্প্রদায়, সেমিনারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কারিগরী বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, অনাথাশ্রম, হোস্টেল এবং ব্যক্তির নামও সাধু যোসেফের অনুকরণে রাখা হয়েছে। এর পাশাপাশি নির্দিষ্ট পার্বণ উদ্‌যাপনার্থে বিভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ নভেনা, প্রার্থনা সভা, আলোচনা সভা, নির্জন ধ্যান, বিশেষ খ্রিস্টযাগ, পালাগান, সাধু যোসেফের স্তব আবৃত্তি ইতাদি ব্যবস্থা করা হয়। এমনকি ব্যক্তিগতভাবে যোসেফের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনার্থে উপবাস, ত্যাগস্বীকার এবং তার গুণাবলী ও আদর্শকে নিজ জীবনে বাস্তবায়ন ও অনুশীলন করা হয়। সাধু যোসেফের প্রতি অধিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা বৃদ্ধির জন্য নিম্নে প্রস্তাবিত কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

* পার্বণ উপলক্ষে এবং অন্যান্য সময়ে, ব্যক্তিগত ও দলীয় পর্যায়ে সাধু যোসেফের নিকট বিশেষ প্রার্থনা;
* সাধু যোসেফের আদর্শকে সামনে রেখে শ্রমের মূল্য, ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা ও বিশ্বস্ত থাকার উপায় কিছু কার্যক্রম ভিডিওর মাধ্যমে তা প্রদর্শন করা;
* তাঁর জীবনালোখ্য, নাটক, গান ইত্যাদি প্রদর্শন করা;
* পারিবারিক জীবনে সাধু যোসেফের আদর্শকে সামনে রেখে সন্তানদের গঠন দান করলে তাদের দ্বারা তাঁর প্রতি ভক্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে;
* সেমিনারী, বিভিন্ন সম্প্রদায়ে এবং সাধু যোসেফের নামে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানে ও সংগঠনগুলোতে, নির্দিষ্ট পর্ব ছাড়াও বিশেষ ধ্যান প্রার্থনার আয়োজন করা;
* অধিক বিশ্বাস ও ভক্তি বৃদ্ধির জন্য সাধু যোসেফের জীবনী নিয়ে লেখা এবং স্মরণিকা আকারে তা প্রকাশ করা:
* মণ্ডলীতে সাধু যোসেফের ভূমিকা এবং তাঁর আদর্শ নিয়ে শহর এবং ধর্মপল্লীতে সেমিনার ও আলোচনা সভার ব্যবস্থা করা:
* যাদের জীবনে ইতোমধ্যে সাধু যোসেফের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে তাদের জীবনী বাস্তব উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করে এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করা যেতে পারে;
* ব্যক্তি জীবনে যারা সাধু যোসেফকে বিশেষভাবে ভক্তি প্রদর্শন করছে তাদের সে অনুগ্রহ ও ঈশ্বর প্রদত্ত বিশ্বাস অন্যের কাছে প্রকাশ এবং সহভাগিতা করা;
* সাধু যোসেফের রেলিক ও পবিত্র তৈল ব্যবহারের উপকারিতা সম্বন্ধে খ্রিস্টভক্তদের অবগত করা;
* পার্বণ উপলক্ষে তাঁর ছবি ও মণ্ডলীতে তাঁর ভূমিকাসহ আহ্বানমূলক প্রার্থনা সম্বলিত কার্ড বিতরণ করা।

মণ্ডলীতে সাধু সাধ্বীদের জীবনী বিষয়ে ইতোপূর্বে তেমন বেশি কেউ জানার সুযোগ পায়নি। মহামান্য পোপ মহোদয় ২০২০ খ্রিস্টাব্দের ৮ ডিসেম্বর হতে ২০২১ খ্রিস্টাব্দের ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত সাধু যোসেফের বর্ষ ঘোষণার মধ্যদিয়ে বিশ্বে সাধু যোসেফের প্রতি ভক্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক হিসেবে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখা হয়। অবশ্য "সাপ্তাহিক প্রতিবেশী" ইদানীং সাধু যোসেফকে কেন্দ্র করে ক্রোড়পত্র, লেখা প্রকাশনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এছাড়াও ধন্য কুমারী মারীয়ার জন্মোৎসব পর্ব ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দে ফাদার যোহন মিন্টু রায় কর্তৃক প্রকাশিত "সাধু যোসেফ: পরিবারের রক্ষক ও বিশ্বমণ্ডলীর প্রতিপালক" বইটি প্রকাশ করা হয়। সাধু পোপ দ্বিতীয় জন পল কর্তৃক প্রৈরিতিক প্রেরণপত্র "মুক্তিদাতার পালকপিতা" ১৫ আগস্ট; ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে সিস্টার মেরী প্রশান্ত, এসএমআরএ "যোসেফের নিকটে যাও" ২০২১ খ্রিস্টাব্দে সাধু যোসেফের বর্ষে বইটি প্রকাশিত হয়। এসব প্রকাশনা দ্বারা সাধু যোসেফকে উচ্চ মাত্রায় ভক্তি শ্রদ্ধা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকাসহ মণ্ডলীতে তিনি একজন প্রসিদ্ধ সাধু হিসেবে পরিগণিত হচ্ছেন বলে আমাদের প্রত্যাশা॥

সাধু যোসেফ : আদর্শ পিতা ও স্বামী

এএম আন্তোনী চিরান

ভূমিকা

পৃথিবীর সব পরিবারই পিতার পিতৃত্ব, নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব, আদর-যত্ন, স্নেহ-ভালবাসায় বিকশিত বা প্রস্ফুটিত। মানবিক জীবন বিকাশে সমুজ্জ্বল। পিতার এই ঐশ প্রদত্ত দায়িত্ব-কর্তব্য সর্বোপরি পিতার একচ্ছত্র আধিপত্যকে অস্বীকার করার কোন অবকাশ নেই। যেহেতু পিতা হলেন স্ত্রীর মস্তক স্বরূপ, সন্তানদের জনক; সেহেতু, পিতাকে পরিবারের গুরু, প্রভু, রূপকার ও সৃজনকার বললে হয়তো ভুল হবে না। কারণ, স্বয়ং ঈশ্বর আদমের পাঁজর থেকে নারীকে সৃষ্টি করে বলেছিলেন, "ফলবান হও, বংশ বৃদ্ধি কর।" তাই সৃষ্টির ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পিতাকেই সেই ক্ষমতা, অধিকার দিয়েছেন। সেই কারণেই পিতার পিতৃত্ব অনড়, অক্ষয়, অবিচল এবং স্থিতিশীল। আমাদের খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিহাসে সাধু যোসেফ হলেন সমগ্র মানব জাতির জন্য পিতৃত্বের প্রতীক বা আদর্শ। তিনি যুদা বংশের যাকোবের পুত্র। আর আমরা দেখি, তিনি জীবদ্দশায় ছিলেন বিনম্র সেবক, কর্মঠ, দায়িত্ব পালনে অনড় এবং ঐশ আজ্ঞা পালনে সর্বদাই একজন বিশ্বস্ত ও বিনম্র মানুষ। বিশেষ করে, খ্রিস্টের পালক পিতা হিসাবে তিনি দায়িত্ব পালন করেছিলেন; যে ভূমিকা নিয়েছিলেন তা বর্তমান বিশ্বের দিকে তাকালে অত্যন্ত বিরল এক দৃষ্টান্ত স্বরূপ। যা পৃথিবীর ইতিহাসে এক অন্যান্য বিশ্বস্ততার মূর্ত প্রতীক।

ঈশ্বরের মনোনীত ব্যক্তি যোসেফ

আমরা খ্রিস্টবিশ্বাসীরা বিশ্বাস করি- ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মনোনীত হওয়া মানে হলো তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ লাভ। আর তাই, মা মারীয়া আর তাঁর পুত্র সন্তান শিশু যিশুকে রক্ষা ও পালনের জন্য ঈশ্বর সাধু যোসেফকে নির্বাচন করেছিলেন। মা মারীয়ার মনোনীত স্বামী হওয়া ও যিশুর পালক পিতা হওয়ার যোগ্যতাকে পিতা ঈশ্বর নিজেই সাধু যোসেফকে দিয়েছিলেন। আর সেই অর্পিত দায়িত্বকে তিনি স্ব-জ্ঞানে, স্ব-ইচ্ছায় মেনে নিয়ে অনুগত একজন দাস হিসাবে ঈশ্বরের ঈচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন।

আদর্শ পিতা যোসেফ

আদিতে ইহুদী সমাজে ছেলের বয়স আঠারো আর মেয়ের বয়স তের হলে বিয়ের যোগ্য পাত্র-পাত্রী হিসাবে বিবেচিত হতো। সাধু যোসেফ মারীয়াকে বিয়ের জন্য বাগদানে অঙ্গিকার করেছিলেন কিন্তু বিয়ের আগেই মারীয়া গর্ভবতী হয়েছিলেন বিধায় সাধু যোসেফ মারীয়াকে ত্যাগ করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু স্বপ্নে স্বর্গদূতের নির্দেশে তিনি মারীয়াকে গ্রহণ করতে রাজি হয়েছিলন। কারণ, স্বর্গদূত আরো বলেছিলেন, 'মারীয়ার গর্ভে যে শিশুটি এসেছে তা পবিত্র আত্মার প্রভাবে এসেছে।' স্বর্গ দূতের স্বপ্নের কথায় পালক পিতা হিসাবে মা মারীয়া এবং শিশু সন্তানের সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি অঙ্গিকারবদ্ধ হয়েছিলেন। তাদের ভরণ-পোষণের জন্য, লালন-পালনের জন্য স্বজ্ঞানে ছুতার মিস্ত্রীর কাজকে তিনি বেছে নিয়েছিলেন এবং নির্দ্বিধায় পারিবারিক দায়-দায়িত্বগুলো পালন করেছিলেন।

সাধু যোসেফ পরিবারের রক্ষক

বিশ্বের বেশিরভাগ পরিবারই পিতা বা কর্তার উপর নির্ভরশীল। ঈশ্বর সাধু যোসেফকে তাঁর পরিবারকে রক্ষা (মারীয়া ও যিশুকে) করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। যেন তাঁর ঐশ পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করতে পারেন। মারীয়ার জীবনে বহু বৈশ্বিক ঝুঁকি ছিল। যেমন- বিয়ের আগে গর্ভবতী হওয়া, গর্ভাবস্থায় নিজেদের নাম লেখার জন্য যেরুশালেমে যাওয়া, যেরুশালেমের মন্দিরে যাওয়ার পরে যিশুকে হারিয়ে তাঁর অন্বেষণ করা বা হেরোদ রাজার হাত থেকে যিশুকে রক্ষা করার জন্য মিশর দেশে পলায়ন। এসব প্রতিকূল পরিবেশে আর সংকটময় পরিবেশে যিশুকে ও মা মারীয়াকে রক্ষা করে তিনি বিশ্ব নন্দিত হয়েছেন পরিবারের কর্তা হিসাবে, রক্ষক হিসাবে।

সাধু যোসেফ হলেন ধার্মিকতার মাইলফলক

পরিত্রাণের ইতিহাসে ঈশ্বর মানবজাতির প্রতি তার অনুকম্পা, অপরিসীম প্রেম, মানব জাতির পরিত্রাণ কল্পে তাঁর অব্যর্থ কর্ম পরিকল্পনাকে সাধু যোসেফের মাধ্যমেই বাস্তবায়ন করেছিলেন। পরিত্রাণের ইতিহাসে যে সমস্ত সাধু-সন্ত, রাজাগণ নিজেদের জীবন-যৌবন উৎসর্গ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সাধু যোসেফের জীবদ্দশায় সমস্ত ধার্মিকতা, ঈশ্বরের পরিত্রাণের কর্মপরিকল্পনা পরিপূর্ণতা দান করেছিল আশ্চর্যভাবে। সাধু যোসেফ ঈশ্বরের এমন এক মনোনীত ব্যক্তি যিনি ঈশ্বরের মহান পরিকল্পনাকে বিনয়ের সহিত, ভক্তির সহিত ও বিনম্র চিত্তে মাথা পেতে নিয়েছিলেন। ধার্মিকতা ছাড়া ঐশ পরিকল্পনাকে বোঝা বা রপ্ত করা কিংবা বাস্তবায়িত করা কোন অসাধু বা সাধারণ ব্যক্তির দ্বারা সম্ভব নয়। ইহুদী সমাজের ধর্মীয় রীতি-নীতি, সামাজিকতা, পারিবারিক সম্প্রীতি রক্ষা করেই তিনি মারীয়াকে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছিলেন।

মারীয়ার গর্ভাবস্থায় যেরুশালেমে নাম লিখাবার জন্য যখন তাঁরা দুর্গম পাহাড়ী পথ পাড়ি দিয়েছিলেন, তখন পথিমধ্যে বেথলেহেম নামক স্থানে মারীয়ার সন্তান প্রসবের সময় হলে তাঁর জন্য দ্বারে দ্বারে ভাল স্থান খোঁজা, জন্মের পর শিশু যিশুকে মন্দিরে উপস্থাপন করা। ব্যক্তি জীবনে তাঁর এই আত্ম-নিষ্ঠতা, মহান কর্মোদ্যোগটা মানব জাতির জন্য ধার্মিকতার পরিচায়ক ও একটা মাইলফলক।

সাধু যোসেফ হলেন উত্তম স্বামী

স্বামী বলতে সাধারণত আমরা যা জানি তা হলো: স্ব+আমি। অর্থাৎ যে নারীকে আমি জীবন সঙ্গিনী হিসাবে বা স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করি, সে হলো আমার এবং আমি হলাম তার। সাধু যোসেফ বাগদানের পরে স্বর্গ দূতের নির্দেশে মারীয়াকে গ্রহণ ও বিয়ে করে যে স্বামীত্বের মহান আদর্শ স্থাপন করেছিলেন, তা সত্যই মহান আদর্শের প্রতীক। যিশুর জন্মের পর রাজা হেরোদ যখন দেশের সমস্ত ছেলে শিশুদের হত্যা করার সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন, তখন তিনি শিশু যিশুকে রক্ষা করার জন্য রাত্রের অন্ধকারে মিশর দেশে পালিয়ে গিয়েছিলেন। আর ইহুদী সমাজের সামাজিক রীতি ও ধর্মীয় বিধি পালনের জন্য যিশুকে যেরুশালেম মন্দিরে উৎসর্গ করেছিলেন।

সাধু যোসেফ হলেন জাতিগত কৃষ্টি-সংস্কৃতির ধারক, বাহক ও রক্ষক

আমরা জানি যে, ইহুদী সমাজে অনেক কঠিন কঠিন নিয়ম-নীতি ছিল যা সাধু যোসেফ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। যেমন- বিয়ের আগে কোন নারী-পুরুষের সংশ্রবে গর্ভ ধারণ করলে তাকে পাথর ছুঁড়ে মারা। সেই ভাবী সংঘাত অবশ্যসম্ভাবী জেনেও তিনি ইহুদী সমাজের রীতি অনুসারে মারীয়াকে বিবাহ করে নিজ ঘরে তুলে মারীয়ার জীবন ও সম্মান রক্ষা করেছিলেন। যিশুকে সামাজিক রীতি ও ধর্মীয় অনুশাসন মেনে সুন্নত করিয়েছিলেন। ধর্মীয় রীতি অনুসারে প্রথম সন্তান হিসাবে যিশুকে যেরুশালেম মন্দিরে উপস্থাপন করেছিলেন। মারীয়াকে গর্ভাবস্থায় রাজার আদেশ মেনে নাম লিখাতে যেরুশালেমে নিজে আর মারীয়া ও যিশুকে নিয়ে গিয়েছিলেন। কানা নগরে সামাজিক অনুষ্ঠান, বিবাহ ভোজে মা মারীয়া আর যিশুকে নিয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর এই জাতিগত কৃষ্টি-সংস্কৃতির প্রতি আনুগত্য, শ্রদ্ধাশীলতা মানব জাতির জন্য এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ও অনুকরণীয়।

সাধু যোসেফ হলেন একজন আদর্শ শ্রমিক

প্রতিটি মানুষই কর্মজীবী। কর্মবিনে মানুষের জীবন অচল ও স্থবির। যে মানুষ কর্ম করে না, তাকে আমরা অবোধ, ইতর বা পশুর সমান বলে মনে করি। সাধু যোসেফ পরিবার প্রতিপালনের জন্য যে কর্ম পন্থাটি বেছে নিয়েছিলেন, তা একটি উত্তম পন্থা। সাধু যোসেফের পূর্বসূরী যাকোবের পেশা ছিল গো-পালন। কিন্তু সাধু যোসেফ ছুতারের কাজকে নির্বাচন করে তিনি হয়ে উঠেছিলেন আদর্শ ছুতার বা মিস্ত্রী। গৃহ

নির্মাণ, আসবাবপত্র তৈরী, তা সেই সময়ে একটা আদর্শ কাজ ছিল। সাধু যোসেফের এই শৈল্পিক কাজকে সত্যই একটি আদর্শ কর্ম হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এটার জন্যই মাতা মণ্ডলী সাধু যোসেফকে কর্মময় জীবনের আদর্শ পুরুষ বা প্রতিপালক হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

সাধু যোসেফ হলেন একজন আদর্শ কূলপতি

সাধু যোসেফ যুদা বংশের রাজা দায়ূদের বংশের যাকোবের পুত্র। তাঁর পূর্ব পুরুষগণ যেমন- যাকোব, রাজা দায়ুদ ঈশ্বরের মনোনীত ব্যক্তি ছিলেন. তেমনি সাধু যোসেফও একজন বিশেষ ধার্মিক মানুষ হিসাবে ঈশ্বরের মনোনীত ব্যক্তি ছিলেন। বিশেষভাবে, যিশুর পালক পিতা হিসাবে তাঁকে লালন-পালন করে, পাষন্ড হেরোদের হাত থেকে রক্ষা করে তিনি অধিকার করলেন আমাদের বর্তমান মানবজাতির কূলপতির মহান আসন। কারণ যে যিশুকে তিনি রক্ষা ও পালন করেছিলেন তিনি হলেন মানব জাতির ত্রাণকর্তা, আলফা অমেগা অর্থাৎ আদি ও অন্ত।

উপসংহার

পরিশেষে বলতে হয়- পোপ নবম পিউস ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের ৮ ডিসেম্বর সাধু যোসেফকে সর্বজনীন মণ্ডলীর প্রতিপালক হিসাবে ঘোষণা দিয়ে তাঁকে ভক্তির, শ্রদ্ধার পরমার্গে তুলে ধরেছেন। চলমান ২০২১ খ্রিস্টাব্দকে 'সাধু যোসেফের' নামে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস সমগ্র খ্রিস্টমণ্ডলীর জনগণকে আমাদের ভক্তি, শ্রদ্ধা, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রার্থনাকে তাঁর নামে নিবেদন করতে আহ্বান জানিয়েছেন। আমরা যেন সাধু যোসেফের প্রতি গভীর বিশ্বাস ও আস্থা রেখে তাঁকে স্মরণ করি, তাঁর কাছে নিজেদের সমর্পণ করি ও গভীর শ্রদ্ধার সাথে আমাদের দৈনন্দিন প্রার্থনায় তাঁকে স্মরণ করি, হৃদয়ে ধারণ করি। নিশ্চয় তিনি আমাদের প্রার্থনা শোনবেন, গ্রাহ্য করবেন। সাধু যোসেফ আমাদের সকলকেই প্রচুর আশীর্বাদ দান করুন॥

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১) মঙ্গলবার্তা
২) পূণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের প্রৈরিতিক পত্র 'এক পিতার হৃদয় দিয়ে'।

WANTED

OMNI GROUP WILL BE HIRING AN OFFICER WITH REAL ESTATE EXPERIENCE.

PLEASE APPLY TO PHONE :

+ 8801913526309

+ 8801913526361

বিজ্ঞ/১৩/২৩

রবিবাসরীয়

(৫ পৃষ্ঠার পর)

তপস্যাকালের প্রায় সমাপ্তি লগ্নে যিশুর তথা, ঈশ্বরের সেই আহ্বান আমাদের সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে: "তোমরা মন ফেরাও *(মথি ৪:১৮; মার্ক ১:১৫)*।" "আমার কাছে ফিরে এসো *(মালাখি ৩:৭)*।" "এই যে তুমি ঘুমিয়ে আছ, এবার জেগে ওঠ; মৃতসঙ্গ ছেড়ে তুমি এবার উঠে এসো! আহা! তোমার উপর ঝরবে এবার খ্রিস্ট-আলোকধারা *(এফেসীয় ৫:১৪)*।"

প্রশ্ন: মুত্যু কি এবং মৃত কে?

মানুষের দৈহিক জীবনের সমাপ্তিকে আমরা মৃত্যু বলে থাকি। অর্থাৎ, জাগতিক জীবনের সমাপ্তিই হলো মৃত্যু। ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে বা পরে মানুষের জাগতিক জীবনের স্পন্ধন চিরতরে থেমে যাওয়া হলো মৃত্যু। স্বভাবতই একটি প্রশ্ন জাগে: মৃত কে বা কারা? আমরা যে উত্তরটি সহজে দিয়ে থাকি বা বলে থাকি, তা হলো: যারা এই পৃথিবীর মাতৃক্রোড়ে জন্মেছিলেন, কিন্তু এই জগত ছেড়ে চলে গেছেন, তিনি বা তারাই মৃত। প্রকৃত পক্ষে, মৃত্যু তিন ধরণের: দেহের বা দৈহিক মৃত্যু, মনের মৃত্যু এবং আত্মার মৃত্যু।

যিশুর দৃষ্টিভঙ্গিতে মৃত্যু ও মৃতের সম্পা একেবারে ভিন্ন। তিনি বলেন: "কেউ যদি অমার উপর বিশ্বাস রাখে, তবে সে মারা গেলেও জীবিত থাকবে। আর জীবিত যে কেউ আমার উপর বিশ্বাস রাখে, তার মৃত্যু হতে পারে না, কোন কালেই না *(যোহন ১১:২৫-২৬)*।" যিশুর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের গুণে একজন মানুষ মরে গেলেও জীবিত থাকে; মৃত্যু থেকে বেঁচে উঠে। অর্থাৎ, যিশুর মধ্যে বাস করাই হলো জীবিত থাকা; যিশু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াই হলো মৃত্যু।

সাধু পলের কথায়, পাপের ফলে মানুষ তার নিজের মৃত্যু ডেকে আনে। অর্থাৎ, যখন আমরা পাপ করি, তখন আমরা মৃত্যুবরণ করি। তাই সাধু পল বলেন: "মৃত্যুর হুল হলো পাপ *(১ করি: ১৫:৫৬)*।" যিশু তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যুর দ্বারা পাপের উপরে, অর্থাৎ মৃত্যুর উপরে বিজয়ী হয়েছেন; মৃত্যুকে পরাজিত করে পুনরুত্থানের বিজয় মুকুটে বিভূষিত হয়েছেন।

যিশুতে আমরা পুনরুত্থান করি

পাপ থেকে মন ফেরানোর মধ্যদিয়ে আমরা মৃত্যু থেকে পুনরুত্থান করি; যিশুতে নব জীবন লাভ করি। পবিত্র বাইবেলের নতুন নিয়মে আমরা অনেক বাস্তব উদাহরণ পাই, যেখানে দেখি যে, পাপে মৃত্যু বরণ করার পরেও, অন্তরে পাপের জন্যে গভীর অনুতাপ ও অনুশোচনার কারণে অনেকে হৃদয়-মনে পুনরুত্থান করে যিশুতে নব জীবন লাভ করেছে- সক্কেয়, মাগদালার মারীয়া, অনুতপ্ত সমরীয় নারী, অনুতাপী চোর, মথি, পল, আরো অনেকে পাপের দিক থেকে মৃত থাকলেও, যিশুতে বিশ্বাস করে এবং পাপ থেকে মন ফিরিয়ে যিশুতে পুনরুত্থানের নতুন জীবন লাভ করে ধন্য হয়েছেন। প্রতিটি অনুতাপী যেন একেকজন 'অপব্যয়ী পুত্র' পাপ থেকে মন ফেরানোর ফলে স্বর্গীয় পিতার ক্ষমা ও ভালবাসা পেয়ে ধন্য হয়েছে। একেকজন অপব্যয়ী পুত্র পাপে "মরেই গিয়েছিল, আবার বেঁচে উঠেছে *(লুক ১৫:৩২)*।"

আমাদের প্রতি প্রেমময় যিশুর আহ্বান: "তোমরা মন ফেরাও"

তাই আমাদের সবার প্রতি প্রেমময় যিশুর, তথা প্রেমময় ঈশ্বরের উদাত্ত আহ্বান: "তোমরা মন ফেরাও *(মথি ৪:১৮)*"; "আমার কাছে ফিরে এসো *(মালাখি ৩:৭)*।" যিশু আমাকে-আপনাকে অকাতরে নতুন জীবন দান করতে চান। তাই তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে বলেন: "আমি এসেছি, যেন মানুষ জীবন পায়; পরিপূর্ণ ভাবেই পায় *(যোহন ১০:১০)*।"

পর্দার আড়ালের মহাপুরুষ আমাদের আদর্শ সাধু যোসেফ

জন গমেজ

সাধু যোসেফ, নাজারেথের পবিত্র পরিবারের রক্ষাকর্তা, দাউদ বংশের সেই মহাপুরুষ আমাদের কারোরই অচেনা নয়। তাঁর সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু জানি কিন্তু তাঁর নাম খুব একটা শুনি না। নাজারেথের পবিত্র পরিবারের দেখাশুনা করে ঈশ্বরের ঐশপরিকল্পনা বাস্তবায়নে অতি মূল্যবান চরিত্রের ভূমিকা পালন করেন। তবুও বাইবেলে তাঁর নামের বেশি চর্চা নেই। তবে ধ্যান ও নিজস্ব চিন্তার মাধ্যমে আমরা একেক জন তাকে একেকভাবে আবিষ্কার করতে পারব। কিন্তু সব কিছুর উর্ধ্বে তিনি ছিলেন নিরবকর্মী এ কথা আমাদের সবারই চিন্তায় আসবে। ঈশ্বরপুত্রের পালক পিতা হিসেবে তিনি যে কাজই করেছেন তা সবই ছিল পর্দার আড়ালে, নিরবে-নিভৃতে। এই লেখায় আমি আমার ধ্যানের আলোকে তাঁর প্রার্থনাশীল, দারিদ্র্যতা ও আদর্শমূলক সাধারণ জীবন-যাপনের দিকগুলো তুলে ধরতে চেষ্টা করব।

আমরা বাইবেলে দেখতে পাই সাধু যোসেফকে ঈশ্বরভীরু ও ধার্মিক পুরুষ হিসেবে আক্ষা দেয়া হয়েছে। যেই ব্যক্তি প্রকৃতভাবে প্রার্থনাশীল এবং তাঁর কথায় ও কাজে ঈশ্বর বিশ্বাসের প্রকাশ ঘটান, তাকেই আমরা ধার্মিক বলে থাকি। আর একজন ধার্মিক ব্যক্তি স্বভাবতই ঈশ্বরভীরু হয়ে থাকেন। তবে তাঁর ধার্মিকতার বিশেষত্ব আমরা তখনই খুঁজে পাই যখন শুধুমাত্র স্বপ্নে ঈশ্বরের এক দূতের কথা শুনে তিনি বিশ্বাস করেন যে, তাঁর হবু স্ত্রী-র গর্ভে সত্যিকার অর্থেই মুক্তিদাতা জন্ম নিবেন পবিত্র আত্মারই প্রভাবে। ধার্মিকতার এমন অনন্য উদাহরণ ইতিহাসে হয়তো দ্বিতীয়টি নেই।

অন্যদিকে আমরা জানি, সাধু যোসেফ পেশায় ছিলেন একজন সাধারণ কাঠমিস্ত্রী যিনি পরের জন্য শৌখিন আসবাবপত্র তৈরী করলেও হয়তো নিজেই অতি সাধারণ জীবন-যাপন করতেন। আমার মনে হয়, অধিকাংশ শিল্পীই যখন সারাজীবন সুন্দর চিন্তা ও সুন্দর শিল্পের জন্ম দেন, জীবনের এক পর্যায়ে হয়তো বুঝতে পারেন যে, সাধারণ বিষয় ও সাধারণ জিনিসপত্রের মধ্যেই সব সৌন্দর্য লুকায়িত আছে। এজন্য তারাও একটা সময় সাধারণ জিনিসপত্র ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে যান ও মনের সৌন্দর্য বিকাশে গুরুত্ব আরোপ করেন। কারণ সাধারণ বিষয়ের ছাপ দীর্ঘস্থায়ী, যেখানে অতি শৌখিন ও বিলাসবহুল কিংবা জাকজমক বিষয়ের সৌন্দর্য ক্ষণিকের মেঘমাত্র। সাধু যোসেফ ধার্মিক ও প্রার্থনাশীল হওয়ায় অতি সাধারণ বিষয়ের মধ্যেই হয়তো ঈশ্বরের মহিমা ও মাহাত্ম্য খুঁজে পেতেন। তাঁর এই গভীর দর্শনে অনুপ্রাণিত হয়েই হয়তো যিশুও সাধারণ জীবন-যাপন করতেন। সাধু যোসেফের এই সহজ, সরল ও অতি সাধারণ ব্যক্তিত্বের কারণেই হয়তো তিনি সবার কাছে সহজেই গ্রহণীয় এবং অন্যান্য সাধু-সাধ্বীদের চাইতে বেশি বন্দনীয় ও পূজনীয়।

একইভাবে সাধারণ জীবন-যাপন তাঁর বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক দুই ধরনের দারিদ্র্যতার দিকও প্রকাশ করে। ঈশ্বর পুত্রের পালক পিতা হিসেবে তিনি পারতেন অনেক ধন-সম্পদ, ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হতে। কিন্তু তিনি জানতেন, ঈশ্বরের কাছে সকল জাগতিক ঐশ্বর্য ও ক্ষমতা অতি তুচ্ছ ও নগণ্য। দরিদ্র সাধারণ জীবন-যাপনের মধ্যদিয়েই বরং ঈশ্বরকে আরো কাছে থেকে অভিজ্ঞতা করা যায়। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসও দিন দিন দৃঢ় হয়।

আমরা একটু সময় নিয়ে ধ্যান করলে অবশ্যই আমাদের এই উপলব্ধি হবে যে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সাধু যোসেফ আমাদের সকলেরই আদর্শ হতে পারেন। কারণ নম্র, ধের্য্যশীল, প্রার্থনাপরায়ণ, ঈশ্বরভীরু হওয়া এবং সাধারণ জীবন-যাপন করা এসবকিছু অতি সাধারণ গুণাবলী। প্রকৃতপক্ষে সুখী হবার জন্য এবং আমাদের আশেপাশের সকলকে সুখী করার জন্য ও তাদের কাছে গ্রহণীয় হবার জন্য এসকল গুণাবলী অর্জনই যথেষ্ট। কাজেই ব্যক্তিগত জীবনে সাধু যোসেফ আমাদের সবারই আদর্শ ও অনুপ্রেরণা হতে পারেন॥

খ্রিস্টে আমরা স্বাধীন মানুষ

(৬ পৃষ্ঠার পর)

থেকে মুক্ত হয়ে উঠবে, সেও ঈশ্বর-সন্তানের মহিমময় স্বাধীনতার অংশীদার হবে *(রোমীয় ৮:২১)*।" সত্যের গুণে আমরা অবক্ষয়ের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে ঈশ্বর সন্তান হয়ে উঠব। "তাহলেই তো সত্যকে তোমরা জানতে পারবে আর সত্য তোমাদের স্বাধীন করে দেবে। ইহুদী ধর্মনেতারা তখন বলে উঠলেন: "আমরা ইহুদীরা আব্রাহাম বংশের লোক, আমরা কারও দাসত্ব করিনি কখনো! তাহলে আপনি কি ক'রে বলছেন যে, তোমরা স্বাধীন হয়ে উঠবে?" উত্তরে যিশু বললেন: "আমি আপনাদের সত্যি সত্যিই বলছি, যারা পাপ করে, তারা সবাই পাপের ক্রীতদাস। এখন, ক্রীতদাস তো স্থায়ীভাবে ঘরে থাকে না; পুত্র কিন্তু স্থায়ী ভাবেই ঘরে থাকে। তাই স্বয়ং পুত্র যদি আপনাদের স্বাধীন করে দেয়, আপনারা সত্যিই স্বাধীন হয়ে উঠবেন *(যোহন ৮:৩২-৩৬)*।"

উপসংহার: স্বাধীনতা শব্দটি উচ্চারণ করা আর স্বাধীনভাবে জীবন-যাপন করা ভিন্ন বিষয়। কবি শামসুর রাহমানের কবিতায় আমরা বলি- "স্বাধীনতা তুমি রবি ঠাকুরের অজর কবিতা, অবিনাশী গান। স্বাধীনতা তুমি কাজী নজরুলের ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো মহান পুরুষ, সৃষ্টি সুখের উল্লাসে কাঁপা। স্বাধীনতা তুমি শহীদ মিনারে অমর একুশে ফেব্রুয়ারির উজ্জ্বল সভা।" আবার শামসুর রাহমানের এই কবিতায়ও আছে- "তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা, তোমাকে পাওয়ার জন্যে আর কতবার ভাসতে হবে রক্ত গঙ্গায়? আর কতবার দেখতে হবে তাণ্ডবদাহন? তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা।" কবে আসবে আমাদের জীবনে স্বাধীনতা? সত্যিই কি আসবে সেই কাঙ্খিত স্বাধীনতা? নাকি শুধু কবিতায়, গল্পে বন্দী থাকবে স্বাধীনতা? সত্যিকার অর্থে আমরা কি স্বাধীন মানুষ হতে পেরেছি বা পারছি? নাকি পরাধীনতার শৃঙ্খলে থেকে বছর বছর স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করবো? তাই স্বাধীন হওয়ার জন্য প্রত্যেকজন মানুষ যদি ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে উঠে পরস্পরকে বন্ধু করে সত্য, সুন্দর ও খ্রিস্টীয় মূল্যবোধে জীবন-যাপন করতে পারে তবেই স্বাধীনতা আসবে।

সহায়ক গ্রন্থ:
১) মঙ্গলবার্তা বাইবেল
২) উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ॥

স্বাধীনতা: আমার অধিকার

ফাদার মাইকেল মিলন দেউরী

স্বাধীনতা শব্দটি উচ্চারণেই মনের মধ্যে একটি ধারণা জন্ম নেয়। স্বাধীনতা হলো নিজের ইচ্ছে খুশী মত চলা ও যা কিছু করা। কারও অধীনে নয় বরং নিজের অধীনে অধিকারে থ াকা ও চলা। স্বাধীনতা আমার অধিকার ও তা রক্ষা করা অবিরাম সংগ্রাম ও প্রচেষ্টা। সাধারণ অর্থে স্বাধীনতা বলতে বোঝায় নিয়ন্ত্রণহীনভাবে কোন কিছু করার অধিকার। প্রকৃত পক্ষে স্বাধীনতা শব্দটির সাথে জড়িয়ে আছে; একটি জাতি, দেশ, রাষ্ট্র বা জায়গা অর্থাৎ নিদিষ্ট ভূ-খণ্ড ও সার্বভৌমত্ব, যেখানে জনগণ থাকবে, থাকবে নিজস্ব শাসন ব্যাবস্থা। স্বাধীনতা মানে যা-খুশী তা করা নয়, বরং আইনের মধ্যে থেকে সবার মঙ্গলের কথা চিন্তা করে নিজের অধিকার নিশ্চিত করা। স্বাধীনতা হলো এমনই পরিবেশ যেখানে ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধিত হয়। তাই নিজের বিকাশের সাথে সাথে অন্যদের মানব মর্যাদা রক্ষা ও অধিকার নিশ্চিত করতে প্রত্যয়ী হওয়া ও স্বাধীনতা রক্ষার মানসে একত্রে এগিয়ে চলা।

স্বাধীনতা কি ও কেন? : শব্দগত অর্থে স্বাধীনতা বলতে বোঝায় নিজের ইচ্ছামত কাজ করার অবাধ বা অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা। কিন্তু সেই সাথে মনে রাখা দরকার, নিজের ইচ্ছামত কাজ, তা কতটুকুই বা নিজের জন্য ও অন্যদের জন্য মঙ্গলজনক। কারণ মানুষ সামাজিক জীব। মানুষ একা বাস করতে পারে না। ব্যক্তি ইচ্ছা যেন অন্যের ক্ষতি সাধন না করে। অন্যের ক্ষতি সাধিত হলেই আমি আইনের শাসন ও সমাজের নিয়ম ভাঙ্গার অপরাধে নিজের ও অন্যের স্বাধীনতা খর্ব করি। স্বাধীনতা মানে স্বেচ্ছাচারিতা নয় বরং আইনের শাসন ও সমাজের অবকাঠামো মেনেই সবার মঙ্গল ও অধিকার নিশ্চিত করা। তারমানে আইনকে মান্য করাই স্বাধীনতা। স্বাধীনতা মানে শৃঙ্খলা, দায়িত্ববোধ ও অধিকার। আইন অধিকার ও দায়িত্ববোধ কারণ স্বাধীনতার সাথে জড়িয়ে আছে রাষ্ট্র, নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড ও জনগোষ্ঠি। আমি ব্যক্তি অন্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাই অন্যের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষাও আমার স্বাধীনতার মধ্যেই পড়ে। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা হলো সকলের জন্য শর্ত সাপেক্ষ ও তা মান্য করে পূর্ণ সত্তা বিকাশের জন্য এগিয়ে চলা।

আমার স্বাধীনতা ও অধিকার: আমার স্বাধীনতা মানে আমার অধিকার রক্ষা ও সংরক্ষণ। আর এই রক্ষা ও সংরক্ষণ শুধুমাত্র ব্যক্তিই নয়, বরং পরিবেশ কৃষ্টি-সংস্কৃতি, জাতি, ভাষা, বর্ণ ও ধর্মও জড়িত। পারিপার্শ্বিক এই পরিবেশে ব্যক্তির পূর্ণ প্রকাশই স্বাধীনতা। স্বাধীনতার এই পরিবেশ সৃষ্টি হয় বাহ্যিক পরিস্থিতির (রাষ্ট্র ও সমাজের আইন, নিয়ম ও রীতি-নীতি) উপর। এই পরিস্থিতি রক্ষা ও সংরক্ষিত হয় অধিকারের দ্বারা। এই অধিকার নিশ্চিত করাই স্বাধীনতা।

আমার অধিকার রক্ষিত হলো কি-না তা বোঝার উপায় আমার নিজ সত্তার ও অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও পারিস্পারিক সহমর্মিতার উপর। এগুলোর সাথে রাষ্ট্র অবকাঠামো ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। ব্যক্তি অধিকার তখনই নিশ্চিত হয় যখন সবার অধিকার মর্যাদা পায়। স্বাধীনতা একটি আইনগত ধারণা এবং রাষ্ট্রের মধ্যদিয়েই তা উপলব্ধি করা সম্ভবপর। রাষ্ট্র আইনের দ্বারা এমন একটি পরিবেশ তৈরি করে, যেখানে ব্যক্তি তার স্বাধীনতা ভোগ করে। ব্যক্তি স্বাধীনতা ভোগ করে নিজের মৌলিক অধিকার (খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও নিরাপত্তা) নিশ্চিত করে। আমার ব্যক্তি স্বাধীনতা মানে আমার মৌলিক অধিকার নিশ্চিত হওয়া ও রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে পারিস্পারিক শ্রদ্ধাবোধে সহাবস্থান।

বাংলাদেশ ও স্বাধীনতা: বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ। যার নির্দিষ্ট জাতি, ভূ-খণ্ড, অবকাঠামো, আইন, গঠনতন্ত্র ও জনগণ আছে। বাংলাদেশ অন্য রাষ্ট্র থেকে হস্তক্ষেপ মুক্ত। বাংলাদেশের এই অবস্থানই বলে দেয় বাংলাদেশে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ও জাতীয় স্বাধীনতা বা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ভোগ করে। বাংলাদের ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্যদিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করে বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে জায়গা করে নেয়। বাঙালি জাতি বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি পেতে সম্মিলিত (অসম্প্রদায়িক চেতনা) সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে নিজেদের অধিকার নিশ্চিত করে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। স্বাধীনতা অর্জনে অনেক ত্যাগ করতে হয়েছে ও তা রক্ষা করতে প্রতিদিন সংগ্রামী হতে হচ্ছে। আমরা আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছি।

ক) সামাজিক স্বাধীনতা: জীবন রক্ষা ও সম্পত্তি ভোগের অধিকার সামাজিক স্বাধীনতার অন্তর্ভূক্ত। সামাজিক স্বাধীনতা ভোগের মধ্যদিয়ে ব্যক্তির নাগরিক জীবন বিকশিত হয়। সামাজে বসবাসকারী প্রতিটি ব্যক্তির অধিকার রক্ষার জন্যই সামাজিক স্বাধীনতা দরকার। ব্যক্তি যেন তার মৌলিক অধিকার, বাক্ স্বাধীনতা, নারী-পুরুষের সমতা ও সক্ষমতা রক্ষা করতে পারে। নিজ সম্পত্তি রক্ষা করতে ও সুবাদে ভোগ করতে পারে। আজও আমাদের দেশে অনেক মানুষ নিজেদের সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অসহায় ও মানবেতর জীবন-যাপন করছে।

খ) অর্থনৈতিক স্বাধীনতা: যোগ্যতা অনুযায়ী পেশা গ্রহণ ও ন্যায্য মজুরী লাভ করাই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। রাষ্ট্রের জনগণ মূলত আর্থিক প্রবৃদ্ধি ও নাগরিক সুবিধা ভোগের মধ্যদিয়েই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করে। আমাদের দেশে আজও অনেক মানুষ দরিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে। অনেক মানুষ কর্মসংস্থান না পেয়ে বেকার হয়ে হতাশ্যায় দিন কাটাচ্ছে। অনেকেই তাদের ন্যায্য মজুরী পাচ্ছে না। ধনী আরও ধনী হচ্ছে। গরীব মানুষেরা তাদের সর্বস্ব হারাচ্ছে। এতে পারস্পারিক সামাজিক ব্যাবধান বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্বল্প কিছু মানুষ সমাজকে শোষণ করছে ফলে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ব্যাহত হচ্ছে।

বর্তমান পেক্ষাপট ও স্বাধীনতা: স্বাধীনতা দিবস (২৬ মার্চ) বাংলাদেশীদের জন্য একটি স্মরণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ দিন। গোটা জাতি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মদানের কথা। জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও শহীদদের প্রতি ফুলের শ্রদ্ধা নিবেদন। স্বাধীনতা সংগ্রাম (মুক্তিযুদ্ধ) নিয়ে আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতার অয়োজন করা হয়। নব প্রজন্মকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় স্বাধীনতার সংগ্রামী ও আত্মত্যাগী ঘটনা। প্রতিজ্ঞা করা হয় নিজের ও সবার অধিকার নিশ্চিত করে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে স্বাধীনভাবে সম্মানের সাথে বাঁচবো।

একজন বাংলাদেশী হিসাবে গর্ব করি। আমি বাঙালি, আমি স্বাধীন। বিশ্বায়নের যুগে বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ সার্বিকভাবে অনেক উন্নয়ন সাধন করছে। আর্থ-সামাজিক স্বাধীনতা অর্জনে বীরদর্পে এগিয়ে যাচ্ছে। যুদ্ধ দেখিনি, শুনেছি, পড়েছি ও জেনেছি, তাই তো রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য দেখাই; বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাবনত প্রনাম জানাই। যাদের মহান আত্মত্যাগে আমি একটি দেশ পেয়েছি, পেয়েছি সাধের স্বাধীনতা।

কষ্টও লাগে যখন দেখি স্বাধীনতার ইতিহাসকে ভুলভাবে নতুন প্রজন্মের কাছে উপস্থাপন করা হয়। নিজ সত্তা ও অস্থিস্তের জন্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করে। রাষ্ট্রের চেয়ে ব্যক্তি স্বার্থই প্রাধান্য পায়। অধিকার প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে কিছু মানুষের জন্য অনেকে অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। অসাম্প্রদায়িক চেতনা বোধে সম্মিলিত অংশগ্রহণে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে, সেখানে সাম্প্রদায়িকাতে উস্কে দেওয়া হয়। এতকিছুর পরেও আশায় থাকি নতুন একটি সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ দেখবো বলে। এটাই তো সংগ্রাম। বাংলা, বাংলাদেশ ও স্বাধীনতা রক্ষার অবিরাম সংগ্রাম।

স্বাধীনতা, আমার স্বাদের স্বাধীনতা, আমার ভালোবাসা ও অধিকার। আমি স্বাধীন, নিজের অধিকার রক্ষায় সংগ্রামী ও অন্যের অধিকার নিশ্চিত করায় চিরব্রতী। আমি ভাবি, আমি যা তা অন্যের। অন্যদের প্রতি দায়িত্ববোধ ও রাষ্ট্রের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাই আমার স্বাধীনতা, আমার অধিকার। স্বাধীন বাংলাদেশ এগিয়ে যাক দৃঢ় পদক্ষেপে দীপ্ত উদ্দীপনায়!

২৬ মার্চ এর তাৎপর্য ও আগামীর চিন্তাধারা

মানুয়েল চাম্বুগং

প্রতি বছর ২৬ মার্চ দেশে মহান স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এই দিবসটির তাৎপর্য আমাদের সকলের জানা। এদেশের স্বাধীনতা এমনি-এমনি আসেনি; ৩০ লাখ শহীদের তাজা রক্ত ও ২ লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমের ও আত্মত্যাগের বিনিময়ে এ স্বাধীনতা। কাজেই, স্বাধীনতা দিবসটি বাঙালিদের জীবনে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। তাই বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের উচিত স্বাধীনতার গুরুত্ব ও তাৎপর্যকে মূল্যায়ন করা। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো: বর্তমানে এপ্রজন্মের অধিকাংশই স্বাধীনতার মর্যাদা দিতে জানে না। কিছু শ্রেণির মানুষেরা স্বাধীন বাংলাদেশের উপর অধিকার খাটায় ঠিকই কিন্তু স্বাধীনতার মর্ম বুঝে না এবং বুঝতেও চেষ্টা করে না। এসব ক্ষেত্রে আমাদের অভিভাবকদের সচেতনতার অভাবকেই দায়ী করা হয়। ফলে, তারা স্বাধীনতা দিবস শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতার কারণে উদ্‌যাপন করে থাকে, স্বাধীনতার প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা প্রকাশ পায় না। ইংরেজি লেখক জন মিল্টন বলেছিলেন, 'স্বাধীনতা মানুষের প্রথম এবং মহান একটি অধিকার। সেই অধিকারের স্থানে ভালোবাসা দেখাতে হবে।' ভালোবাসা, সম্মান ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য একতাবোধ থাকাও আবশ্যক। সেজন্য, বাংলাদেশী হিসেবে প্রত্যেক তরুণকে স্বাধীনতার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে হবে এবং স্বাধীনতার অর্জনকে ফলপ্রসূ করতে হলে দেশের প্রতি দায়িত্বশীল হতে হবে। জনহিতকর কাজে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে হবে। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের যে উদ্দেশ্য ছিলো, সেই পরাধীনতার শিকল হতে দেশ ও দেশের মানুষকে মুক্ত করা এবং যাতে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে এদেশের মানুষ স্বাধীনভাবে ও শান্তিতে বসবাস করতে পারে।

আগামীর প্রজন্মকে স্বাধীনতার গুরুত্ব উপলব্ধি করাতে হলে বর্তমানে শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যদিয়ে এর সূচনা করতে হবে। কারণ, শিক্ষার মধ্যদিয়েই এ প্রজন্মকে স্বাধীনতার মর্যাদা দিতে শিখাতে হবে। এছাড়া, দেশে চলমান উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে সমর্থন করতে হবে। প্রয়োজন অনুসারে নিজেদের মেধা-শ্রম ব্যয় করতে হবে। বৃহত্তর স্বার্থে আত্মদানের জন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে। এছাড়াও, দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে স্বাধীনতার ৫২ বছর পরও এদেশের মানুষেরা যে পরাধীনতার বেড়াজালে আটকে আছে তা থেকে বেড়িয়ে আসতে তৎপর হতে হবে। যে হারে দেশের শিশু-কিশোর নারীরা অত্যাচারিত-নিপীড়িত, নির্যাতিত, ধর্ষণ ও খুনের শিকার হচ্ছে, এতে স্বাধীনতার মান ক্ষুণ্ন হচ্ছে। বিশেষভাবে, দেশের সংখ্যালঘু আদিবাসী ভাই-বোনেরা নিজেদের মাতৃ ভূমিতে নিজস্ব ভিটা-মাটি থেকে বিতাড়িত হচ্ছে, নিজস্ব ভাষা-কৃষ্টি-সংস্কৃতি ব্যবহারে বাঁধাগ্রস্থ হচ্ছে। স্বাধীনতাবিরোধী কাজ ও সকল অনৈতিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে স্বোচ্চার হতে হবে। লক্ষ্যণীয় যে, দেশীয় পণ্যের চেয়ে বৈদেশিক পণ্যগুলোই দেশের বাজারকে দখল করে রেখেছে। যে কারণে, দেশীয় পণ্য তৈরির কারিগড়েরা সঠিক মূল্য পাচ্ছে না। এতে দরিদ্র্যতা বাড়ছে। এছাড়াও, বৈদেশিক দ্রব্যের ওপর তুলনামূলক বেশি নির্ভরশীলতার কারণে দেশীয় অর্থনীতি সমৃদ্ধশালী ও শক্তিশালী হতে পারছে না। দেশের স্বাধীনতাকে জিইয়ে রাখতে হলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অত্যন্ত জরুরি। দেশ গড়তে হলে আমাদের অন্তরে স্বদেশপ্রেম জাগ্রত করতে হবে এবং বৈষম্যমূলক আচরণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত এই স্বাধীনতা ও স্বাধীনতার ইতিহাসের গৌরবকে সমুন্নত রাখা আমাদের জাতীয় গুরুদায়িত্ব। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা ও তা ফলপ্রসূ করা বড়ই কঠিন। তাই স্বাধীনতা রক্ষার জন্য স্বাধীনতাকে মূল্যায়ন করতে হবে এবং সদা সতর্ক থাকতে হয়। তাই স্বাধীনতার মর্ম উপলব্ধি করে তা রক্ষা করা আমাদের জাতীয় কর্তব্য। আগামী প্রজন্মের চোখে স্বাধীনতার স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে বর্তমানের তরুণ-তরুণীদের স্বাধীনতার পক্ষে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে হবে। বর্তমান প্রজন্মের স্বাধীনতার প্রতি যে আগ্রহ ও ভালোবাসা রয়েছে, তা পরবর্তী প্রজন্মকেও গ্রহণ করতে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিতে হবে। এভাবেই স্বাধীনতার পক্ষে জনসংহতি গড়ে তুলতে হবে, কেননা এদেশের মানুষের ভাগ্য এখনও অপরিবর্তিত রয়েছে। বর্তমান প্রজন্মের ভালোবাসা, কল্যাণমুখী চিন্তা-ভাবনাকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে। সুতরাং, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণের এই মৌল চেতনা সবাইকে অনুপ্রাণিত করুক-এটাই মহান স্বাধীনতা দিবসে সকলের প্রতি প্রত্যাশা॥

কথা ছিলো

দিলীপ ভিনসেন্ট গমেজ

কথা ছিলো
মাতৃভাষা বাংলায়
কথা বলতে পারলেই
আমি কেবল কবিতা লিখবো।
কথা ছিলো
পশ্চিমাদের চব্বিশ বছরের
শোষণ-দুঃশাসন-নির্যাতনের
অবসান হলেই কবিতা লিখবো।
কথা ছিলো
বাংলার কৃষক-কৃষাণীর মুখে
সুখের হাসি ফুটলে
অনেক প্রাপ্তি নিয়ে কবিতা লিখবো।
কথা ছিলো
সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের
দীর্ঘপথ পেরিয়ে
স্বাধীন দেশের
লাল সবুজের পতাকা হাতে পেলেই
কবিতা লিখবেন।

বাড়ি ভাড়া

তেজকুনিপাড়া ৬১/বি,
হুন্ডার গলি (মে থেকে)

যোগাযোগ

01746791321
01734115583

বিজ্ঞ/৬১/২৩

মহান মুক্তিযুদ্ধ ও আমাদের স্বাধীনতা

এরশাদ আল মামুন

২৬ মার্চ, মহান স্বাধীনতা দিবস। বাঙালির সবচেয়ে আনন্দের দিন। বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন। পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তির দিন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের সশস্ত্র সংগ্রাম, যার মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ হিসাবে পৃথিবীর মানচিত্রে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চ রাতের অন্ধকারে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী অপারেশন সার্চ লাইট অভিযান নামে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি নিধনে ঝাঁপিয়ে পড়লে একটি জনযুদ্ধের আদলে মুক্তিযুদ্ধ তথা স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা ঘটে। পঁচিশে মার্চের কালো রাতে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা ঢাকায় অজস্র সাধারণ নাগরিক, ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, পুলিশ হত্যা করে এবং পাকসেনারা আমাদের দেশের নিরস্ত্র ও ঘুমন্ত জনগণের উপর গণহত্যা চালায়। এই গণহত্যায় শুধুমাত্র ঢাকাতেই ৬ থেকে ৭ হাজার সাধারণ মানুষ সেই রাতে নিহত হয়। গ্রেফতার করা হয় ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতাপ্রাপ্ত দল আওয়ামীলীগ প্রধান বাঙালির প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। বাংলাদেশে এই দিনটি জাতীয় গণহত্যা দিবস নামে পরিচিত। সেই দিন রাত ১২ টার পর ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে কালুর ঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হলে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ থেকেই বাংলাদেশ ২৬ মার্চ কে "স্বাধীনতা দিবস" হিসাবে পালন করে আসছে। পরিকল্পিত গণহত্যার মুখে সারাদেশে শুরু হয়ে যায় প্রতিরোধযুদ্ধ। জীবন বাঁচাতে প্রায় ১কোটি মানুষ পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (ইপিআর), ইস্ট পাকিস্তান পুলিশ, সামরিক বাহিনীর বাঙালি সদস্য এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী সাধারণ মানুষ দেশকে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর কব্জা থেকে মুক্ত করতে কয়েক মাসের মধ্যে গড়ে তোলে মুক্তিবাহিনী। গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ চালিয়ে মুক্তিবাহিনী সারাদেশে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে কাবু করে তোলে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বাংলাদেশ ভারতের কাছ থেকে অর্থনৈতিক, সামরিক ও কূটনৈতিক সাহায্য লাভ করে। ডিসেম্বরের শুরুর দিকে যখন পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে, তখন পরিস্থিতিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। অত:পর ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সরাসরিভাবে জড়িয়ে পড়ে। মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সামরিকবাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণের মুখে ইতোমধ্যে পর্যদুস্ত ও হতোদ্যম পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানী ৯৩,০০০ হাজার সৈন্যসহ আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করে। এরই মাধ্যমে নয় মাস ব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের

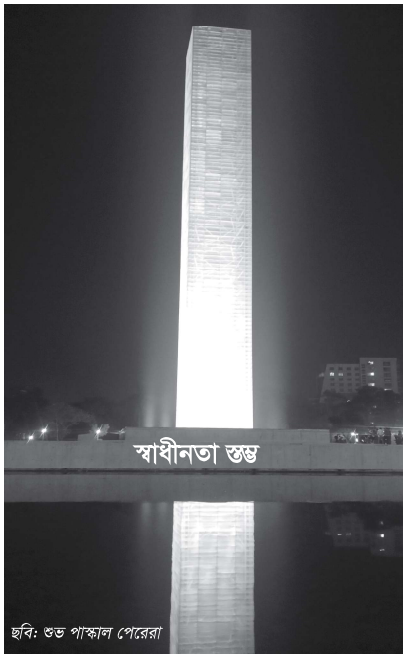

ছবি: শুভ পাস্কাল পেরেরা

অবসান হয়; প্রতিষ্ঠিত হয় বাঙালি জাতির প্রথম স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা শুধু, ৭১ এর নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্যই সীমাবদ্ধ নয় এর পিছনে রয়েছে অনেক ইতিহাস ও প্রেক্ষাপট। যেমন ১৭৫৭, ১৯৫২, ১৯৬৯, ১৯৭০ ও কাঙ্খিত ১৯৭১।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর বাংলা নবাবদের অধীনে একটি আধা স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্রে পরিণত হয় যার শাসনভার শেষ পর্যন্ত নবাব সিরাজুদ্দৌলার হাতে ন্যস্ত হয়। তারপর ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে ব্রিটিশ ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানি এ অঞ্চল দখল করে। বাংলা সরাসরি ব্রিটেনের শিল্প বিপ্লবে অবদান রাখতে বাধ্য হয়। কিন্তু এর ফলে আমাদের নিজস্ব শিল্পায়ন ধ্বংস হয়ে যায়।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের ফলে এই অঞ্চলটি নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের অংশ হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানে পরিণত হয়। কিন্তু পূর্বের বৃটিশ শাসন ও নির্যাতনের চেয়ে পশ্চিম পাকিস্তান অনেক বেশি অত্যাচার অব্যাহত রাখে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালির উপর।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ভাষা আন্দোলনে শহিদ রফিক, জব্বার, সালাম সহ আরো অনেকের রক্তে রঞ্জিত রাজপথ আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে ত্বরান্বিত ও অনুপ্রেরণা যোগায়।

ভাষা আন্দোলন আমাদের স্বাধীনতার প্রথম পর্ব। এই প্রথম পর্বে আমাদের শিল্পী, লেখক, কবি, সাহিত্যিক, সংস্কৃতিকর্মী ও রাজনৈতিক কর্মীদের অবদান চিরস্মরণীয়। তাদের অবদান কোনো দিন ভুলবার নয়। এই ভাষা আন্দোলন স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে রূপান্তর এবং স্বাধীনতার আন্দোলনকে তীব্রতর করে তুলতে সক্ষম হয়।

১৯৬৯ শহিদ আসাদের রক্তের বিনিময়ে দেশে গণআন্দোলনের রূপ নেয়। ১৯৭০ এর গণপরিষদ নির্বাচনে আওয়ামীলীগ নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করলেও ক্ষমতা হস্তান্তর না করে টাল বাহানা করেছে।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৬ মার্চ মাসে স্বাধীনতা ঘোষণার পর নয় মাস ব্যাপী সংগঠিত হওয়া রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। স্বাধীনতার পর নতুন রাষ্ট্রটি দুর্ভিক্ষ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ব্যাপক দারিদ্র্য, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সামরিক অভ্যুত্থানের মত অসংখ্য সমস্যার মুখোখুখি হয়। পর্যায়ক্রমে দেশটিতে আপেক্ষিক শান্তি স্থাপিত হয় এবং দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতির দিকে অগ্রসর হতে থাকে। মানবসম্পদ ও পোশাকশিল্পে অগ্রগতির মাধ্যমে বর্তমানে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় শীর্ষ অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়ে সমগ্র বিশ্বে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে।

২০২১ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতার ঘোষণা ও যুদ্ধে বিজয় অর্জনের ৫০ বছর পূর্ণ হয়। তাই স্বাধীনতার ৫০তম বার্ষিকীকে স্মরণীয় করে রাখতে ২০২১ খ্রিস্টাব্দকে "সুবর্ণ জয়ন্তী" হিসাবে পালন করা হয়। পরবর্তীতে তা ৩১ মার্চ ২০২২ পর্যন্ত বাড়ানো হয়।

স্বাধীনতা অর্জন করা সহজ কিন্তু রক্ষা করা কঠিন। রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের সংবিধানিক সকল প্রতিষ্ঠানসহ সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষের উপর অর্জিত স্বধীনতা রক্ষা করার দায়িত্ব বর্তায়।

আসুন আমরা সবাই অর্জিত স্বাধীনতা ও সার্বভৌম রাষ্ট্রকে রক্ষায় সহায়তা করি॥

সুবল এল রোজারিও: যিনি সব্যসাচী; কাল ও মুহূর্তকে বুঝেন

সাগর কোড়াইয়া

সুবল এল রোজারিওকে নির্দিষ্ট বিশেষণে বিশেষায়িত করা কঠিনসাধ্য কাজ! সব্যসাচী শব্দটিই তার জন্য মানান সই। প্রাণবন্ত এই মানুষটি কর্মক্ষম অবস্থায় অকাতরে শুধু দিয়েছেন; বিনিময়ে পাবার বাসনা ছিলো শূন্য। সুবল এল রোজারিও'র মধ্যে ছিলো যৌবনের প্রাণবন্ত উচ্ছলতা। জীবনের বিভিন্ন সময়ে বুদ্ধিবৃত্তিক অনন্য গুণাবলীর অধিকারী হয়ে অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার পূর্ণ করেছেন। ২০ মার্চ ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে অনলাইনের বদৌলতে সুবল এল রোজারিও'র মৃত্যু সংবাদ জানতে পারলাম। সকাল ৭:২০ মিনিটে নিজ গৃহ বনপাড়াতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যু মানুষের জীবনে ধ্রুবসত্য; তবে সব্যসাচী সুবল এল রোজারিও মৃত্যুবরণ করলেও বিভিন্ন সময়ে তার কর্ম ও সৃষ্ট সাহিত্যের মধ্যে বেঁচে থাকবেন।

সুবল এল রোজারিও'কে নিয়ে লেখার আগ্রহ অনেকদিন থেকেই ছিলো। তার বিষয়ে অভিজ্ঞতার অভাবে হয়ে উঠছিলো না। এসএসসি পরীক্ষা লিখে রাজশাহী খ্রিস্টজ্যোতি পালকীয় কেন্দ্রে পোস্ট এসএসসি কোর্সে অংশগ্রহণ করে প্রথম সুবল এল রোজারিওকে দেখি। ক্লাস দিয়েছিলেন তিনি। ভুলে গিয়েছি ক্লাসের বিষয়বস্তু। তবে তার প্রাণবন্ত ও চমকপ্রদ ক্লাস নেবার ভঙ্গিমা বেশ আকর্ষণ করেছিলো। সে সময় আমরা ১৬৪ জন কোর্সে অংশগ্রহণ করি। যৌবনে প্রদার্পণকারী আমাদের মন বুঝতে পেরেছিলেন সুবল এল রোজারিও। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো অর্ধদিনব্যাপী তার ক্লাসে অংশ নিয়েছি। মনে আছে- কোন ছাত্র বিরক্তবোধ করেনি সেদিন। তিনি আমাদের ধরে রাখতে পেরেছিলেন। এরপর দীর্ঘ সময় আর সুবল এল রোজারিওকে দেখিনি। পরবর্তীতে বোর্ণীতে যখন দেখি তিনি অসুস্থপ্রায়। স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে চলেন। বিবাহ প্রশিক্ষণ প্রার্থীদের ক্লাস নিতে এসেছিলেন। সেখানেও তার মধ্যে দেখেছি কাল ও মুহূর্তকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা অসম্ভাবী। শিক্ষার্থীদের চাহিদা কি তা তিনি বুঝতে পারতেন এবং সে অনুসারেই ক্লাস দিতেন।

শুনেছি- বাড়িতে তিনি বিছানাগত। সময় করে একদিন বনপাড়াতে দেখতে যাই। আরেকটি উদ্দেশ্য- গল্পোচ্ছলে কিছু সংগ্রহ করা। হয়তো অনেক কিছু পাইনি; তবে যা পেয়েছি তার মূল্য মাপকাঠিতে পরিমাপ অযোগ্য। মণ্ডলী ও মণ্ডলীর বাইরে এক নামে সবাই চিনে সুবল এল রোজারিওকে। তার বর্ণিল জীবনে আনন্দোপলব্ধিটা বেশি। সেখানে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন অবলীলায়। জানার এবং জানানোর অলিগলিগুলো আপনি উন্মোচিত করেছেন। সম্পর্কের নতুন দিগন্ত তার মহানুভতা প্রকাশ করেছে। সবাই একাগ্রে বলবে তার দেবার অভিনবত্ব। তিনি একনিষ্ঠ এবং নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাসী। নিজের সত্ত্বা যা ভালো বুঝেছে তাই তিনি অকপটে করেছেন। পাকিস্তানের করাচী সেমিনারীতে থাকাকালীন তার নিজ হাতে লেখা দিনপঞ্জিকাগুলো পড়ে বলতে পারি- বহুগুণে গুণান্বিত সুবল এল রোজারিও দেশ-মাটি-মাকে নিজের সমস্ত সত্তা দিয়ে ভালোবাসেন।

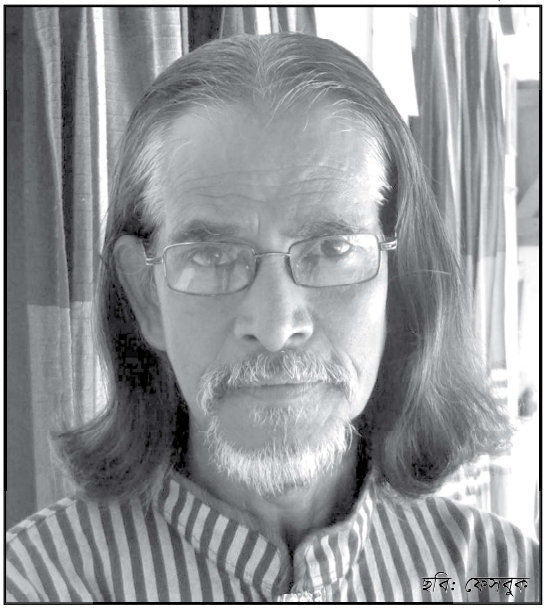

ছবি: ফেসবুক

প্রয়াত সুবল এল. রোজারিও
জন্ম : ৯ ডিসেম্বর, ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২০ মার্চ, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে সুবল এল রোজারিও'র দাদু কানাই রোজারিও ভাইবোন ও সন্তানদের সঙ্গে নিয়ে ভাগ্যান্বেষণে ঢাকার হারবাইদ গ্রাম থেকে বনপাড়াতে আসেন। দারিদ্র্যতার সাথে সংগ্রাম করে কানাই রোজারিও বনপাড়াতে স্থায়ী বসতি গড়ে তোলেন। সুবল এল রোজারিও ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। আন্তনী রোজারিও এবং মারীয়া গমেজের ৬ সন্তানের মধ্যে সুবল এল রোজারিও সর্বকনিষ্ঠ। পিতা-মাতা শখ করে নাম রেখেছিলেন সুবল লুইস। বয়স বাড়ার সাথে সাথে সুবল জমিতে বাবাকে সাহায্য করতেন। লক্ষ্য পরিবারের অভাব-অনটন নিরসনে পিতাকে সহায়তা প্রদান। ইতিমধ্যে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে বালক সুবল সাধু যোসেফের প্রাথমিক বিদ্যালয়, বনপাড়াতে যেতে শুরু করেন। ছোটবেলা থেকেই সুবলের মধ্যে সংস্কৃতির প্রতি একটা টান জেগে উঠেছিলো। বালক বয়সেই সুবল যিশুর পালায় অংশগ্রহণ করতেন। অভিনয়ে তিনি বালক যিশু হতেন। এছাড়াও ফিলোমিনার পালায় সুবল ফিলোমিনা এবং যিশুর দুঃখভোগের পালায় শয়তানের ভূমিকায় অভিনয় করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিতেন। সুবলের অভিনয় দক্ষতা দেখে বাবা চাইতেন সুবল যাত্রাদলে অভিনয় করে অর্থ উপার্জন করুক। কিন্তু মায়ের ইচ্ছা ছিলো ভিন্ন; মা চাইতেন সুবল পড়াশুনা করে জীবনে উন্নতি করবে। তাই মা সুবলের নামে ক্রেডিটে বই করে দেন। একদিন ফাদার ভেরপেল্লী ও পিনোস পিমে বাড়ির পাশে রোগীকে কম্যুনিয়ন দিতে এসে সুবলকে কাজ করা অবস্থায় দেখতে পান। সেদিন ফাদারদ্বয় সুবলের মধ্যে হয়তোবা ভবিষ্যত যাজকের ছায়া দেখতে পেয়েছিলেন; তাই ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে সুবল মাত্র দেড় টাকা পুঁজি নিয়ে সাধু ফিলিপের উচ্চ বিদ্যালয়, দিনাজপুরে যান। নতুন পরিবেশ, স্কুল এবং সেমিনারীর গঠন জীবনের নিয়ম-কানুনে সুবল নিজেকে বেশ ভালোভাবেই মানিয়ে নিয়েছিলেন। ১৯৬২-১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর সেন্ট ফিলিপস উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশুনা চালিয়ে যান।

১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করার পর সুবল ম্যাথিস হাউজে অবস্থান করে নটর ডেম কলেজে ভর্তি হন। সেই সময় দেশে স্বাধীনতা আন্দোলন তীব্র রূপ ধারণ করছিলো। সুবল এল রোজারিও তখন টগবগে যুবক। রক্তে আগুন ঝরে। সমস্ত সত্ত্বায় দেশপ্রেম জাগ্রত। নটর ডেমে ডিগ্রীতে ভর্তিও হন। কিন্তু দেশের এই পরিস্থিতিতে ক্লাস হতো না বললেই চলে। পরে স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্বেই পশ্চিম পাকিস্তানের করাচীর ক্রাইস্ট দ্য কিং সেমিনারীর কলেজ থেকে ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন শাস্ত্র পড়াশুনা করার উদ্দেশে দেশ ছাড়েন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে দেশে যুদ্ধ শুরু হয়। সুবল

এল রোজারিও তখন পশ্চিম পাকিস্তানে; সাথে অন্যান্য বন্ধু বিশেষভাবে ফাদার জ্যোতি গমেজ, ফাদার যোসেফ মারাণ্ডী, জন মারাণ্ডী, বার্থলমিয় সাহাসহ আরো অনেকেই একসাথে সেমিনারীতে ছিলেন। নিয়মিত দেশের খবরা-খবর পান। মন পড়ে থাকে দেশের মাটিতে দেশমাতৃকার টানে। দেশপ্রেমের রূপ স্পষ্ট প্রকাশিত হয় সুবল এল রোজারিও'র লেখা বেশ কয়েকটি ডায়েরী থেকে।

সুবল এল রোজারিও গান লিখতেন আর বার্থলমিয় সাহা সে গানে সুরারোপ করতেন। সে সময় থেকেই তিনি প্রচণ্ড সিগারেট খেতেন। সুবল এল রোজারিও'র দেশপ্রেম এতটাই গভীর ছিলো যে, পণ করেছিলেন বাংলাদেশে না আসা পর্যন্ত মাথার চুল কাঁটবেন না; তিনি সেই পণ রেখেছিলেন। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে আফগানিস্থানের কাবুলের খাইবার গিরিপথ হয়ে ভারতে প্রবেশ করেন এবং কলকাতা হয়ে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে আসেন। বাংলাদেশের তেজগাঁও বিমান বন্দরে নেমে প্রথমেই দেশের মাটি চুম্বন করে মাটি মাথায় মাখেন। বিমান বন্দর থেকে চলে যান বর্তমান ম্যাথিজ হাউজে। সেখানে পৌঁচ্ছে জানতে পারেন যে, বেশ আগেই বাবা মারা গিয়েছেন। পরবর্তীতে রমনা সেমিনারীতে অবস্থান করে নটর ডেম কলেজে ডিগ্রী পড়েন। ডিগ্রী পড়াকালীন তিনি সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিলেন। অবশেষে সিদ্ধান্ত নেন যে তিনি ব্রতীয় জীবনে প্রবেশের জন্য আর অগ্রসর হবেন না। তৎকালীন দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের বিশপ মাইকেল রোজারিও'র সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করেন। রমনা সেমিনারী ত্যাগ করার সময় আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর সাথে দেখা। আশীর্বাদ নিতে গেলে আর্চবিশপ গাঙ্গুলী বলেন, "আবার যখন তোমার ফাদার হতে ইচ্ছা হবে চলে আসবে। ঢাকা ধর্মপ্রদেশ তোমার জন্য খোলা।"

সুবল এল রোজারিও'র জীবনটা ছিলো বর্ণিল অভিজ্ঞতায় ভরপুর। সেমিনারী থেকে বের হয়ে তিনি গ্রামের বাড়িতে চলে আসেন। বাড়িতে সবাই অর্থকষ্টে দিনানিপাত করছে দেখে তিনি নটর ডেম কলেজে ফিরে ফাদার আমোস হুইলার সিএসসির সাথে দেখা করেন। ফাদারের বদান্যতায় নটর ডেম কলেজে চাকুরী পান এবং বিকালে ইংরেজি কোর্সে শিক্ষকতা করতেন। এভাবে দুই বছর পড়ানোর পর ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ৭ জুন দড়িপাড়ার কানন লুসি গমেজকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন। এরই মধ্যে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় মাষ্টার্স পড়াশুনা শুরু করেন। কিন্তু মায়ের অসুস্থতার কারণে ফাইনাল পরীক্ষা দিতে পারেননি। তবে পশ্চিম পাকিস্তানে থাকাকালীন সময়ে তার লেখালেখির যে অভ্যাস গড়ে উঠেছিলো তা এখানে এসেও অব্যাহত ছিলো। এছাড়াও তিনি ঢাকা কলেজ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সের প্রভাষক ও ঢাকা ওয়াইএমসি-তে চাকুরী করেন। ওয়াইএমসির চাকুরীতে ইস্তেফা দিয়ে আবার বাড়িতে এসে বসেন। এ সময় তিনি ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে সেন্ট যোসেফ প্রাথমিক বিদ্যালয়, বনপাড়ার প্রধান শিক্ষক ছিলেন। এরই মধ্যে সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর তৎকালীন পরিচালক ফাদার জ্যোতির অনুরোধে তিনি সাপ্তাহিক প্রতিবেশীতে যোগদান করেন।

১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতের কলকাতায় চিত্রবাণী, আকাশ বাণীতে রেডিও ও সিনেমা প্রোডাকশনে প্রশিক্ষণ লাভ করেন। ১৯৭৮-৮০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সুবল এল রোজারিও সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পত্রিকা, বাণীদীপ্তি স্টুডিও এবং রেডিও ভেরিতাসের প্রোগ্রাম প্রোডাকশন কর্মে জড়িত ছিলেন। এই কাজও তাকে বেশীদিন আটকে রাখতে পারেনি। এরপর তিনি তৎকালীন কারিতাস রাজশাহীর কর্মকর্তা পল রোজারিও'র পরামর্শে কারিতাসে যোগদান করেন। ১৯৮১-১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কারিতাসের সাংবাদিকতা, উন্নয়ন শিক্ষাকর্মকর্তা, স্বাস্থ্যশিক্ষার আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক এবং খণ্ডকালীন ভারপ্রাপ্ত আঞ্চলিক পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। সুবল এল রোজারিও একজন আত্মবিশ্বাসী মানুষ। তিনি কাজের মাঝে সুখানন্দ খুঁজতেন। কিন্তু সুখানন্দ না পেলে নির্দ্বিধায় সে কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখতেন। কারিতাসের চাকুরী ছেড়ে দিয়ে তিনি ১৯৯৯-২০১৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত 'শাপলা' ও 'আভা' নামক সংস্থার সহকারী পরিচালক এবং পরামর্শক হিসাবে কাজ করেন। সমাজ ও মণ্ডলীর জন্য তার রয়েছে ব্যাপক অবদান। সভা-সেমিনারে তার প্রাণবন্ত উপস্থাপনা ছিলো সত্যিই আকর্ষণীয়। ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে সুবল এল গোপালপুরে নিজস্ব প্রাইভেট কনসালটেন্সী "ডেভেলপমেন্ট এসিস্ট্যান্স সেন্টার" পরিচালনা করেছেন। তৃতীয় লিঙ্গ হিজরাদের সামগ্রিক উন্নয়নে তার রয়েছে ব্যাপক অবদান। আর এই সময়ের মধ্যেই তিনি মটরসাইকেল দূর্ঘটনায় আক্রান্ত হন। মাসাধিকাল ঢাকার স্কয়ার হাসপাতালে যন্ত্রণাময় চিকিৎসায় ছিলেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি বাড়িতে বিছানাগত অবস্থায় রয়েছেন।

সুবল এল রোজারিও'র লেখার হাত অসম্ভব মেধাসম্পন্ন। সব্যসাচী লেখক বললে কোনভাবেই অত্যুক্তি হবে না। সাহিত্যের সকল ধারায় তিনি বিচরণ করেছেন। কবিতা, গান, ছড়া, নাটক-নাটিকা, কলাম, প্রবন্ধ ও গল্প লেখাই ছিলো তার সাহিত্যপ্রেম। সুবল এল রোজারিও'র ৩ জুন ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'সত্যবাক' বইয়ের পটভূমির একটি অংশ থেকে নেওয়া, "সেই সময় থেকেই সাংবাদিকতার সুবাদে বাংলাদেশের ক্যাথলিক সব ধর্মপ্রদেশ ও পল্লীগুলোতে পরিচিত হওয়া এবং বাঙালি আদিবাসী-উপজাতি মানব সমাজের জীবনঘনিষ্ঠ হতে সক্ষম হই। তাদের সাথে মিশতে গিয়েই লক্ষ্য করি প্রত্যেক সমাজের মাঝে সত্য-সুন্দর ও ন্যায্যতার প্রকট অভাব। বিভিন্ন সমাজ ও পরিবার জীবনযাত্রার 'সত্য' প্রতিষ্ঠার বড্ড অভাব। তাই, জাতি-ধর্ম-বর্ণ সব মানুষের কাছে 'সত্যবাণী' সাহিত্য নিয়ে হাজির হওয়ার সাধ জাগে। আর, শুরু করি ছদ্ম নামে "সত্যসুবচন" কলাম নিয়ে লেখা"। নির্দ্বিধায় বলতে পারি, পাকিস্তানের করাচী সেমিনারীতে থাকাকালীন সুবল এল রোজারিও'র লেখা ডায়েরীগুলোর প্রতিটি পৃষ্ঠায় রয়েছে সাহিত্যের পরশমণি। বাংলা ভাষা জ্ঞান, শব্দচয়ন, বাক্য গঠন, হাতের লেখা ও অন্যান্য অনুসঙ্গ সত্যিই অনন্য ও অসাধারণ। দেশছাড়া একজন সত্যিকার প্রেমিকের রূপ ডায়েরীর পাতায় ফুটে উঠেছে। মা-মাটি ও মাতৃভূমির প্রতি হাহাকার তার কলমের খোঁচায় উঠে এসেছে অবলীলায়।

মানুষ যত সৃষ্টি সুখের উল্লাসে ভাসে ততই মনে হয় কিছুই হলো না। সব্যসাচী সুবল এল রোজারিও'র ঠিক তাই উপলব্ধি। যিনি কাল ও মুহূর্তকে বুঝেন তিনি মানুষের মনের তরঙ্গে ভাসতে জানেন। তরী কোন তীরে ভিড়বে তার অদম্য দক্ষতা আপনি তখন এসে যায়। সুবল এল রোজারিও'র বিষয়ে বলতে পারি- তিনি যেখানেই সভা-সেমিনার চালিয়েছেন তার অভিনবত্ব ও সবাইকে ধরে রাখার ক্ষমতা সবাইকে মুগ্ধ করেছে। মুহূর্তে তিনি সবার মন পাঠ করে ফেলতে পারতেন। তপ্ত দুপুরের ঘুম ঘুম ভাবও তার কথার মাধুর্যে দূর হয়ে যেতো। আজ তিনি শয্যাগত। কিন্তু মন শয্যাগত নয়। এখনো পর্যন্ত মনের যে জোর ও শুদ্ধতা তা কথার মাঝে প্রকাশ পায়। তিনি দৃঢ়তা নিয়ে বলেন, "মানুষকে কোনদিন কুবুদ্ধি দিইনি। আলোতে ছিলাম আলোতেই থাকতে চাই"। সুবল এল রোজারিও'র সবলতা ছিলো যে, তিনি কখনো কাউকে 'না' বলতে পারতেন না। শিশু, কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী, মধ্য বয়স্ক, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা আপনার কথা এতো পছন্দ করেন কেন; জিজ্ঞাসা করতেই বলেন, "আমি নিজেই মিডিয়া, আমার ভাষা যদি তারা না বুঝে তাহলে লাভ কি! আমি আগে এডুকেটেড হতাম তারপর অন্যকে এডুকেশন দিতাম- সবার মনের ভাষা বুঝতে চেষ্টা করতাম।"

আরো নানাবিধ কথার ফাঁকে তিনি জানালেন যে, "আমার জীবনে আপসোস বলতে কিছুই নেই- ঈশ্বর যা করেছেন তাই ঠিক। তবে পরজীবন যদি থাকে তাহলে "সন্ন্যাসী" হওয়ার ইচ্ছা আছে"। সুবল এল রোজারিও'র সে ইচ্ছা পূরণ হবে কিনা জানি না; কিন্তু এটা সত্য তিনি সমাজ ও মণ্ডলীতে অবদান রেখে ও মানুষের মন বুঝে হয়ে উঠেছেন কাল ও মুহূর্তের নায়ক॥

সৌজন্যে: বরেন্দ্রদূত অনলাইন, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ।

বই বৃত্তান্ত

ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ

পেটের ক্ষুধা মেটাতে যেমন খাদ্য প্রয়োজন তেমনই মনের ক্ষুধা বা তৃষ্ণা মেটানোর প্রয়োজন পড়ে। দার্শনিক স্পিনোজা বলেছেন, 'ভাল খাদ্যে পেট ভরে কিন্তু ভাল বই মানুষের আত্মাকে পরিতৃপ্ত করে।' একই সাথে সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বদলে যাচ্ছে মানুষের অভ্যাস। মানুষ হয়ে উঠছে বিনোদনমুখী। সময় কাটাতে ব্যবহার করে প্রযুক্তির বিভিন্ন উপায়। সময়ের পরিক্রমায় মানুষ আসক্ত হয়ে পড়ছে ল্যাপটপ, কম্পিউটার, স্মার্টফোনের প্রতি। এসব প্রযুক্তির মাধ্যমে ফেইসবুক, ম্যাসেঞ্জার, ইউটিউব ইত্যাদি ব্যবহার করে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় অতিবাহিত করে। এসব প্রযুক্তি মনকে বিনোদনের পাশাপাশি বিক্ষিপ্ত করে তুলছে। বই পড়ার অভ্যাস আপনাকে এসব জিনিস সরিয়ে রাখতে সহায়তা করবে। বই মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এর সঙ্গে পার্থিব কোনো সম্পদের তুলনা হতে পারে না। বলা হয়ে থাকে, পার্থিব সম্পদ বিনষ্ট হতে পারে কিন্তু একটি ভাল বই থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান কখনও নিঃশেষ হবে না। তা চিরকাল অন্তরে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখবে। চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের মতে, 'পাঠের অভ্যাস মানুষকে দীর্ঘজীবী করে, মানসিক চাপ আর আলঝেইমারে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা কমায়।'

বইপড়ার মাধ্যমে আমাদের জ্ঞানের পরিধি যে শুধু বিস্তৃতি লাভ করে তাই নয়। বই কখনো হাসায়, কখনো বাস্তবতা উপলব্ধি করিয়ে কাঁদায় আবার কখনো কল্পনার রাজ্যে নিয়ে যায়। এভাবেই বইপড়ার পাঠাভ্যাস মানসিক চাপ দূরীভূত করে। মনোযোগ বৃদ্ধিতে যথেষ্ট কার্যকর ভূমিকা পালন করে। মানব জীবন সমস্যার উর্ধ্বে নয়। মানুষের চারপাশ সর্বদা অনুকূলে থাকে না। বিভিন্ন জীবনীগ্রন্থ, গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ, সায়েন্স ফিকশন, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থ পড়ে প্রাপ্ত জ্ঞান স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করে তোলে। শানিত মস্তিষ্ক দিয়ে জটিল ও কঠিন সমস্যাবলিকে সমাধান করে জীবনকে সহজ ও সুন্দর করা সম্ভবপর হয়। বইপড়ার ফলে মানুষের প্রচুর অনুশীলন হয়। নতুন নতুন শব্দ জানা যায়। নিজের শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়। নিয়মিত বইপড়ার ফলে ভাবনার প্রকাশ ক্ষমতা বেড়ে যায়। লেখায়ও স্বাতন্ত্র্য খুঁজে পাওয়া যায়। এছাড়া মানুষের মধ্যে সংলাপ-দক্ষতা বৃদ্ধি, মানসিক প্রশান্তি দান, একাকিত্ব দূর, চিন্তাশক্তির বিকাশ, আত্মসম্মানবোধ, সহানুভূতিবোধ জাগিয়ে তুলতে বই পাঠের গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজকে কুসংস্কারের প্রভাবমুক্ত রাখতে, জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়তে এবং মনকে প্রাণবন্ত ও সতেজ রাখতে বইপড়ার বিকল্প নেই। বিশ্বের বুকে যারা সফল হয়েছেন তারা সবাই বই পাঠে আগ্রহী ছিলেন। এজন্যেই দার্শনিক শোপেনহাওয়ার বলেছেন, "বইপড়া মানুষ চিন্তা করে একটির বদলে একাধিক মাথা দিয়ে। একেকটি বই একেকটি বুদ্ধিদীপ্ত মস্তিষ্ক।" অন্যদিকে সুইফট বলেছেন, "বই হচ্ছে মস্তিষ্কের সন্তান।" তাই যত বই, তত মাথা।

অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যত এই তিনে মিলে আবর্ত হয় মানব জীবন। অতীত জানতে হলে ইতিহাস সমন্ধে জানতে হয়। আর ইতিহাসের পাতা খুলতে বই লাগে। অতীত জানতে, বর্তমান সাজাতে এর ভবিষ্যত বিনির্মাণে বই একটি একক ও অনন্য সত্তা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, 'বই হচ্ছে অতীত আর বর্তমানের বেঁধে দেওয়া সাঁকো।' আমাদের বই আমাদের জীবনের সঙ্গী। বইয়ের সংস্পর্শে সুখের কাহিনী হলে হাসি আর দুঃখের গল্প হলে বুক ভারি হয়ে ওঠে। বইয়ের জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হতে সাহায্য করে। ফরাসি সাহিত্যিক ভিক্টর হুগো বলেছেন, 'বই বিশ্বাসের অঙ্গ। বই মানুষকে জ্ঞান দান করে। বই সভ্যতার রক্ষাকবচ।' বই মানুষের শ্রেষ্ঠ বন্ধু। আমাদের কর্মব্যস্ত জগত সংসারে কারো পুরো জীবনটাই সংগ্রামের। শিক্ষা লাভের জন্য আছে পড়ালেখার চাপ। পরিবারিক জীবনে আছে সংসারের ঝুট-ঝামেলা। আবার কারো জীবন বিষাদ বেদনার গল্পে ভরা। এসবের মাঝে বইপড়ার সময় কই! এমতাবস্থায় জীবনে বইপড়ার ইচ্ছা থাকলেও মানসিক অবস্থা থাকে না। তবুও কেউ চাইলেই অবশ্যই সেটা সম্ভব। রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে কিংবা বাসে বা ট্রেনে অনায়াসে একটু পড়া যায়। এর জন্য ইচ্ছা শক্তিটাই বড়। তাই তো শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'বইপড়াকে যথার্থ সঙ্গী হিসেবে যে সঙ্গী করে নিতে পারে তার জীবনে দুঃখ-কষ্টের বোঝা অনেক কমে যায়।' নির্মল আনন্দ দানে বই হলো নিরাপদ সঙ্গী। পল্লীকবি জসীমউদ্দীন বলেছেন, 'বই জ্ঞানের প্রতীক, বই আনন্দের প্রতীক।' জ্ঞান আর আনন্দ ছাড়া মানুষের জীবন নিশ্চল হয়ে পড়ে। বই পেলে মানুষ অপেক্ষাকৃত মানবিক ও মহৎ হয়। এর সান্নিধ্যে ঘটে আত্মশুদ্ধি, আত্মোপলব্ধি। বই পাঠ মনের কলুষতা দূর করে। ন্যায় অন্যায় বোধ প্রখর হয়। ব্রিটিশ লেখক ভার্জিনিয়া উলফ বলেছেন, '*Books are the mirrors of the soul.*' তাই বই হোক আমাদের নিত্যদিনের সঙ্গী।

সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী ফরাসি লেখক আনি এরনো বলেছেন, 'বইপড়া আমাদের নিজের কাছেই ফিরিয়ে নেয়, নিজেকে পড়তে সাহায্য করে। এ কথা স্বীকার্য যে বইপড়া এখন আর সেই জ্ঞানের ফোয়ারা হিসেবে বিবেচ্য নয়, যেমনটা আমাদের অনেকের কাছে ছিল। আর সবার মতোই এখন কোনো শব্দের অর্থ জানার প্রয়োজন হলে আমি অভিধানের কাছে না গিয়ে ইন্টারনেটের স্মরণাপন্ন হই। সমাজের নানা সমস্যা ও দ্বন্দ্বের খবর আমি টেলিভিশন থেকে পাই। আমি চলচ্চিত্র দেখি, তথ্যচিত্র দেখি। কিন্তু বই আমাকে একরকম ছুটি দেয়। এর মধ্যে জ্ঞান, আনন্দ, আবেগ সব পাই। বইয়ের কি কোনো বিকল্প হয়! বই পড়ে যে আরাম, সেটা আর কিসে আছে। আপনি পাতা উল্টিয়ে একঝলক চোখ বোলাতে পারেন। শব্দের মধ্যে ডুবে যেতে পারেন। কোথাও গিয়ে একটু সময় নিয়ে পড়তে পারেন, থামতে পারেন। বইটা ফেলে রাখতে পারেন আবার সপ্তাহখানেক পর সেই বইয়ের কাছে ফিরতে পারেন। বইপড়াকে সময়ের কোনো বাধাধরা নিয়মে ফেলা যায় না।' এভাবেই আমরা আবিষ্কার করি বই হয়ে উঠেছে প্রিয়জনের মতো। প্রতিভা বসু বলেছেন, "বই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ আত্মীয়, যার সঙ্গে কোনদিন ঝড়গা হয় না, কোনদিন মনোমালিন্য হয় না।" বইপড়া আমাদের মনকে নিজের ছোট গণ্ডির বাইরে নিয়ে যায়। জগত ও মানুষের জন্য ভালবাসা তৈরি করে।

বইয়ের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি করলে মন সবল থাকে। মানসিক দৃঢ় শক্তির জোগান দেয় বইয়ের প্রতিটি শব্দ। মানুষ মনে প্রবল বেগ পেলে হিমালয় ডিঙিয়ে যেতে সাহস করে। দুর্বল চিত্ত মাঝি বিহীন নৌকার মতো। আর এ থেকে মুক্তি পেতে বই পড়তে হবে। তাতে মনের প্রশান্তি বাড়বে আর বইকে ঘিরে স্বপ্ন বুনন চলবে। বই সুপথ দেখায়, পরিস্থিতি মোকাবিলায় শক্তি ও বুদ্ধির দুয়ার খুলে দেয়। চৌকস হতে শিক্ষা দেয় বইয়ের প্রতিটি পঙক্তি। মন ও আত্মার শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য বইপড়ার কোন বিকল্প নেই। নিজেকে এবং বিশ্বকে চিনতে ও জানতে হলে বই-ই হতে পারে শ্রেষ্ঠ দর্পণ। বইপড়ার আনন্দের মধ্যে ডুব দিতে পারলে জগতের কোন কষ্টই স্পর্শ করতে পারে না। দার্শনিক ও নাট্যকার বার্ট্রান্ড রাসেল বলেছেন, "জীবনের রূঢ় বাস্তবতা ও জটিলতা থেকে মুক্তি পেতে বইয়ের মাঝে ডুব দিতে হয়। কেননা বইয়ের নির্দেশনায় মানুষ খুঁজে পায় সঙ্গতি, সামঞ্জস্য ও এগিয়ে যাওয়ার রাস্তা।" পারস্যের কবি ওমর খৈয়াম বলেছেন, 'সূর্যের আলোতে যেরূপ পৃথিবীর সকল কিছুই ভাস্বর হয়ে ওঠে, তেমনি জ্ঞানের আলোতে জীবনের সব অন্ধকার আলোকোদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।' বই হচ্ছে মানুষের চিন্তার লিখিত ভাস্কর্য॥

তথ্যসূত্র

১. https://www.prothomalo.com
২. https://suprobhat.com
৩. https://www.lokitobangladesh.com

অদৃশ্য বন্ধন

বর্ষণ পল কোড়াইয়া

ছবি: ইন্টারনেট

রনি ও জনি খুব ভালো বন্ধু। তারা দুইজনই একই স্কুলে পড়ে তবে ভিন্ন ক্লাসে। রনিরা পারিবারিক ভাবে অনেক সচ্ছল, তার বাবা ভালো সরকারী চাকুরি করেন। কিন্তু তার বিপরীতে জনির পরিবারের অবস্থা তেমন একটা ভালো না, তাদের বাড়িতে অভাব অনটন লেগেই থাকে। কিন্তু জনি কোন সময় তা অন্যের কাছে প্রকাশ করত না। হঠাৎ একদিন জনি স্কুলে আসা বন্ধ করে দিল এতে রনি কিছুটা অবাক হলো আর জনির বাড়িতে গিয়ে হাজির হলো। জনি রনিকে দেখে কিছু একটা লুকানোর চেষ্টায় আমতা আমতা করতে লাগল। রনি বলল, জনি বলত কি হয়েছে। জনি বলল, কিছু না। জনি বলতে চাচ্ছিলনা তবে রনিও হাল ছাড়ার পাত্র নয়া জনিকে রনি বারবার একই কথা জিজ্ঞেস করতে থাকে। শেষে জনি রনিকে সব কথা খুলে বলে।

জনির শিক্ষক জনিকে স্কুলে যেতে নিষেধ করেছে কেননা অনেকগুলো টাকা বাকি পড়ে আছে স্কুলে। একথা বলে জনি কাঁদতে থাকে আর বলে, বন্ধু আমার মনে হয় লেখা-পড়া হবে না। এ কথা শুনে রনিও কাঁদতে থাকে। রনি, জনিকে কোন মতে শান্ত করে আর বাড়ি ফিরে আসে। রনির মনটা খুব খারাপ তার বন্ধুর জন্য। রাতে খাবার সময় রনি তার বাবা-মাকে জনির বিষয়ে সব কথা বলে আর এও বলে, মা আমাদের তো অনেক টাকা, আমরা কি পারি না জনির পাশে দাঁড়াতে! এ কথা শুনে রনির মার চোখে জল চলে আসে, রনির মা বলে অবশ্যই পারি।

পরের দিন রনি তার মাকে নিয়ে স্কুলে যায় ও জনির সব পাওনা মিটিয়ে দেয়। এতে শিক্ষক জনিকে আবার স্কুলে নেন। জনি তার বন্ধুর এই কাজ দেখে অবাক হয়ে যায়। জনি বলে, বন্ধু, কিভাবে যে তোকে ধন্যবাদ দেব। কিন্তু রনি বলে বন্ধুত্বের মাঝে কোন ধন্যবাদ চলে না। তারপর থেকে তারা আরো ভালো ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠল।

খ্রিস্টেতে আমার প্রিয় ভাইবোনেরা, হতে পারে রনি জনিকে টাকা দিয়ে সাহায্য করেছে কিন্তু যে মনোভাব রনির ছিল তা বর্তমান সমাজের যুবাদের মধ্যে খুবই কম। ভাইবোনেরা, এই প্রায়শ্চিত্তকাল আমাদের শিক্ষা দেয় আমরা যেন একে অন্যের জন্য আমাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেই। আমরা যেন অন্যের মঙ্গল কামনা এবং সাহায্য করার মধ্যদিয়ে একে অন্যের কাছে অপর খ্রিস্ট হয়ে উঠতে পারি। প্রায়শ্চিত্তকাল আমাদের কাছে সেই প্রত্যাশা করে॥

একজন স্কুল মাষ্টার

মিল্টন রোজারিও

আমার বন্ধু কমলের কথা বলছিলাম।
খুব সাধারণ একটি ছেলে
আমার সাথে তার পরিচয় একটি সংস্থায়
সেখান থেকেই বন্ধুত্ব ভাব চলছে আজ পর্যন্ত।
কমল অনেক আগে চলে এসেছিল নিজ গ্রামে।
শহর বন্দর গ্রামের হতদরিদ্রদের স্বাস্থ্য শিক্ষার
কাজ করেছি আমরা ছোট ছোট পরিবার
কি ভাবে সুন্দর করে গড়ে তুলতে হয়,
কি ভাবে ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে হয়,
কি ভাবে এই দারিদ্র্যতা দূর করতে হয়,
এসবই শিখিয়েছি আমরা খ্রিস্টের আদর্শে।
বন্ধুটি আমার ঘরে ফিরে দেখে
আদর্শচ্যুত্য পরিবার তার;
নিজের ছেলেমেয়েরাই তাকে এখন চেনেনা!
স্কুল মাষ্টার বাবা এই দূরমূল্যের বাজারে
আপ্রাণ চেষ্টা করে নিজ আদর্শে গড়ে উঠুক
কোমলমতি শিশু সন্তানেরা;
অথচ স্থবির অনর এক মুর্তি গৃহ করে রাখে আবদ্ধ
হতাশায় নিমজ্জিত হয় বন্ধুটি আমার
তাই দেখে চারিদিকের মানুষ করে
ফিসফিস।
অগত্যা পাখা মেলে স্থবির মূর্তির অপরূপ দেবী,
রেখে যায় ভিন্ন করে দূরে তার সন্তানদের।
মানুষ নাম নিয়ে বেড়ে ওঠে তারা পিতৃহীন হয়ে;
ওদিকে একাকী জীবন সংগ্রামের অতন্দ্র প্রহরীর
মত স্কুল মাষ্টার প্রতীক্ষায় থাকে,
কোনদিন তার প্রাণপ্রিয় সন্তানেরা আসবে ফিরে
তার বুকে গ্রামের এই সোদামাটির গন্ধ নিতে
নিজ বাড়ীতে!!

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

বিশ্ব অভিবাসী ও উদ্বাস্তু দিবসে 'বসবাসের অধিকারের' উপরে বিশেষ গুরুত্বারোপ

১০৯তম বিশ্ব অভিবাসী ও শরণার্থী দিবস পালিত হবে ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস এ দিবসের জন্য প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করেছেন 'একজন ব্যক্তি অভিবাসী হবে বা নিজ লোকালয়ে থাকবে তা তিনি স্বাধীনভাবে বেছে নিবেন'। বিশ্ব অভিবাসী ও শরণার্থী দিবস সাধারণত প্রতিবছর সেপ্টেম্বরের শেষ রবিবারে উদ্‌যাপিত হয় যারা জোরপূর্বক গৃহচ্যুত হয়েছেন তাদের প্রতি সমর্থন জানাতে ও উদ্বেগ প্রকাশ করতে, নির্যাতন, দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কারণে যারা স্থানান্তরিত তাদেরকে প্রার্থনায় স্মরণ করতে বিশ্বব্যাপী কাথলিকদেরকে উৎসাহ দান করতে এবং অভিবাসন যে সুযোগগুলো নিয়ে আসে সে সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতেই এই দিবস পালন করা হয়। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে ১ম বিশ্ব অভিবাসী ও শরণার্থী দিবস পালিত হয়।

অভিবাসনের পূর্বে অভিবাসন না হবার অধিকার আসে: সার্বিক মানব উন্নয়ন বিষয়ক পোপীয় দপ্তর ১০৯তম বিশ্ব অধিবাসী ও শরণার্থী দিবসে যে মূলসুর নির্ধারণ করেছে তা একটি আইনের উপর অনুধ্যান করার আমন্ত্রণ যা এখনো আন্তর্জাতিক আইনে নথিভূক্ত হয়নি আর তা হলো নিজ মাতৃভূমিতে থাকতে সক্ষম হওয়া। এই আইনটি অভিবাসন আইনের পূর্বে আসে এবং তা থেকে বৃহত্তর: এটি সর্বজনীন মঙ্গলে একজনকে অন্তর্ভূক্ত করার সম্ভাবনা দেয়, মর্যাদা নিয়ে বাঁচার অধিকার দেয় এবং টেকসই উন্নয়নে প্রবেশাধিকার দেয় বলে সংশ্লিষ্ট দপ্তর ব্যাখা করে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অংশীদারিত্বের বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে এই সমস্ত অধিকারগুলি কার্যকরভাবে মূল দেশগুলিতে নিশ্চিত করা উচিত।

আধুনিক অভিবাসনের কারণগুলোকে চিহ্নিতকরণ: ইতোমধ্যেই পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট ও পোপ সাধু ২য় জন পল এ বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছেন। ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে ৯৯তম বিশ্ব অভিবাসী ও শরণার্থী দিবস উপলক্ষে প্রয়াত জার্মানা পোপ মন্তব্য করেন যে, বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে মানুষের অভিবাসন করার অধিকার মৌলিক মানবাধিকারের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে, যেস্থানে তারা তাদের ক্ষমতা, আকাঙ্খা ও পরিকল্পনা সর্বোত্তমভাবে বাস্তবায়িত করতে পারবে সেখানে বসতি স্থাপনের অনুমতি দেয়া আবশ্যক। তবে, অভিবাসনের অধিকারের আগে, দেশত্যাগ না করার অর্থাৎ নিজ দেশে থাকার অধিকারটি পুনর্নিশ্চিত করতে হবে। তিনি সাধু ২য় জন পলের ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের বক্তব্যের উদ্বৃতি তুলে ধরেন: নিজদেশে বসবাস মানুষের মৌলিক অধিকার। যাহোক, এই আইনটি তখনই কার্যকর হবে যখন লোকদের দেশত্যাগের জন্য উদ্বুদ্ধকারী কারণগুলি ক্রমাগত নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে।

এটি সত্য যে, অনেক লোককে জোরপূর্বক অভিবাসিত হতে বাধ্য করা হয়েছে। তাই সমসাময়িক অভিবাসনের কারণগুলোকে সতর্কতার সাথে বিবেচনা করতে হবে।

ভাতিকানের প্রতিনিধি নিকারাগুয়া ত্যাগ করেছেন

নিকারাগুয়াতে ভাতিকান দূতাবাসে চার্জ দ্যা অ্যাফেয়ার্স মন্সিনিয়র মার্সেল এমবায়ে দিয়ব গত ১৭ মার্চ ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে দেশটি ত্যাগ করেন এবং কোস্টারিকাতে চলে যান। নিকারাগুয়ার সরকারের অনুরোধে ভাতিকানের কূটনৈতিক অফিসটি বন্ধ করা হয়। কূটনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ক ভিয়েনা চুক্তি অনুসারে, ভাতিকান দূতাবাস ও এর সম্পদের দেখভালের দায়িত্ব ইতালিয় প্রজাতন্ত্রের উপর দেয়া হয়। নিকারাগুয়া ত্যাগ করার আগে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জার্মানি, ফ্রান্স এবং ইতালির প্রতিনিধিরা মন্সিনিয়র মার্সেলকে বিদায়ী শুভেচ্ছা জানান। উল্লেখ্য কয়েকমাস পূর্বে নিকারাগুয়ার প্রেসিডেন্ট ড্যানিয়েল ওর্তেগা অন্যায়ভাবে একজন বিশপ, কয়েকজন যাজককে কারাদণ্ড দেন এবং বেশ কয়েকজন মিশনারীকে নির্বাসন দেন। তিনি ধর্মীয় স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করেন। এমনকি পবিত্র তপস্যাকালে ক্রুশের পথ করতেও বাধা সৃষ্টি করেন।

বিশ্বের ভাল রাজনীতি দরকার যা শান্তি বৃদ্ধি করবে

- ইতালিয়ান যুবকদের প্রতি পোপ ফ্রান্সিস

ইতালিয়ান বিশপ সম্মিলনীর পৃষ্ঠপোষকতায় 'প্রজেতো পলিকরো' সম্পন্নকারী বিভিন্ন কোম্পানী ও কো-অপারেটিভের ১৫০জন প্রতিনিধিদের সাথে পোপ মহোদয় গত শনিবার এক সভায় মিলিত হয়ে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত এই সময়ে 'ভাল রাজনীতির' জরুরী প্রয়োজনের উপর জোর দেন। বেকার ও কর্মহীন যুবকদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রকল্পে জড়িত ইতালিয় যুবকদের প্রশংসা করে পোপ মহোদয় বলেন যে, তাদের জড়িত হওয়া 'ভাল রাজনীতি' গড়তে অবদান রাখবে; কেননা তারা মানুষের প্রয়োজনে তাদের কাছে যায়। মানুষের কাছে যাবার মধ্যদিয়ে তারা বিশ্বে শান্তি তুলতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

ঘূর্ণিঝড় ফ্রেডিতে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে পোপ মহোদয়

বুধবারে সাধু পিতরের চত্বরে প্রার্থনায় অংশগ্রহণকারীদেরকে পোপ ফ্রান্সিস আহ্বান করেন সম্প্রতি মালাউতে ঘূর্ণিঝড় ফ্রেডির শিকার ও ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য প্রার্থনা করতে। তিনি বলেন, ঘূর্ণিঝড়ে মৃত, আহত ও বাস্তুচ্যুতদের জন্য প্রার্থনা করছি; প্রভু যেন এই দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ও সমাজকে রক্ষা করেন। ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় ফ্রেডির আঘাতে দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় আফ্রিকার তিনদেশে নিহত মানুষের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫২২। মালাবি, মোজাম্বিক ও মাদাগাস্কারের কর্তৃপক্ষ এই তথ্য দিয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মালাবিতে নিহত মানুষের সংখ্যা ৪৩৮ এবং হাজারো মানুষ হয়েছে গৃহহীন। মালাবির প্রেসিডেন্ট লাজারাস চাকভেরা দেশটিতে ১৪দিনের জাতীয় শোক ঘোষণা করেছেন। ঘূর্ণিঝড়ে মোজাম্বিকে নিহত মানুষের সংখ্যা ৬৭জন এবং বাস্তুচ্যুত হয়েছে ৫০ হাজার মানুষ। প্রতিবেশি দ্বীপরাষ্ট্র মাদাগাস্কারে নিহত মানুষের সংখ্যা ১৭জন। বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা বলেছে, ফেব্রুয়ারিতে শুরু হওয়া ফ্রেডি ইতিহাসের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ঘূর্ণিঝড় হতে পারে। গত ২১ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় আফ্রিকায় প্রথম আঘাত হানে ঘূর্ণিঝড় ফ্রেডি। একবার চলে গিয়ে আবার নতুন শক্তি নিয়ে এটি আবার আঘাত হানে ১১ মার্চ মোজাম্বিক উপকূলে॥

- তথ্যসূত্র : news.va, প্রথম আলো

মিরপুর ধর্মপল্লীতে যুবক-যুবতীদের জন্য প্রায়শ্চিত্তকালীন ধ্যান

ফাদার লেনার্ড আন্তনী রোজারিও ▯ গত ১০ মার্চ ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে প্রেরিতগণের রাণী মারীয়ার ধর্মপল্লী মিরপুরে যুবক-যুবতীদের জন্য অর্ধদিবসব্যাপী প্রায়শ্চিত্তকালীন নির্জন ধ্যান অনুষ্ঠিত হয়। নির্জন ধ্যান পরিচালনা করেন খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের পরিচালক ও সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর সম্পাদক ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু। সকাল ৮ টায় ধর্মপল্লীর যুবক-যুবতীদের পরিচালনায় খ্রিস্টযাগ ও ক্রুশের পথ হয়। ক্রুশের পথের পরে পাল-পুরোহিত ফাদার প্রশান্ত টি রিরেরু নির্জন ধ্যানে আগত সবাইকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন এবং প্রায়শ্চিত্তকালীন নির্জন ধ্যানের উদ্দেশ্য জানান। ফাদার বুলবুল রিবেরু সেমিনারে আগত সকল যুবক-যুবতীদের উদ্দেশে মূলভাবের উপর ভিত্তি করে সহভাগিতা রাখেন। নির্জন ধ্যানের মূলভাব ছিল "প্রায়শ্চিত্ত ও তপস্যায় স্বর্গীয় পিতার দিকে যাত্রা"। ফাদার মূলভাবটি ব্যাখ্যা করে বলেন, আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য জিনিসের মধ্য থেকে কীভাবে প্রায়শ্চিত্ত ও তপস্যা করতে পারি। ফাদারের সহভাগিতার পরে দুই জন যুবক উপস্থিত সকলের সামনে তাদের অভিজ্ঞতা সহভাগিতা করেন। পরে সকাল ১১:৪৫ মিনিটে পবিত্র সাক্রামেন্তের আরাধনা হয় এবং একই সময়ে পাপ স্বীকার সংস্কার হয়। নির্জন ধ্যানে আগত প্রত্যেক জন যুবক-যুবতী এই পাপস্বীকার সংস্কার গ্রহণ করে। পবিত্র সাক্রামেন্তের আরাধনা ও পাপস্বীকার শেষে সকলে দুপুরের খাবার গ্রহণ করে এবং এরই মধ্যদিয়ে সেমিনারের সমাপ্ত হয়॥

শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন

সিস্টার হাসি এলএইচসি: গত ১৭ ফেব্রুয়ারি রোজ শুক্রবার ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে বরিশাল সাধু পিতরের ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীতে পবিত্র শিশু মঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। মূলভাব ছিল "শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও .... (*মার্ক:১০:১৪*)"। দিনের কর্মসূচীর মধ্যে ছিল বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে বিভিন্ন সাধু-সাধ্বীর নামে দলগত ভাবে ছবি, ফেস্টুন ও স্লোগান সহকারে গির্জা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে। উদ্বোধনী নৃত্য ও প্রারম্ভিক প্রার্থনার মধ্যদিয়ে প্রোগ্রাম শুরু হয়। ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ও ভিকার জেনারেল ফাদার লাজারুস কানু গোমেজ উপস্থিত সকল শিশুদের শুভেচ্ছা ও স্বাগতম জানান। অতপর ফাদার জার্মেইন সঞ্চয় গোমেজ মূলভাবের উপর সহভাগিতা করেন। সহভাগিতা শেষে তিনি শিশুদের জন্য পবিত্র খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন। এ সময় ফাদার প্লাসিড রোজারিও সিএসসি সহার্পিত যাজক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। দুপুরের আহারের পর ফাদার প্লাসিড ও সিস্টার হাসির নেতৃত্বে চিত্রাঙ্কন ও দলীয় অভিনয় প্রতিযোগিতা হয়, এতে করে সকল শিশুরা এক সাথে পথ চলার আনন্দ উপলব্ধি করে। শিশুমঙ্গল দিবসে উপস্থিত শিশু ও এনিমেটরদের সংখ্যা ছিল মোট ১১৫ জন॥

সাতক্ষীরা ধর্মপল্লীর খোরদো গ্রামে শিশুমঙ্গল দিবস পালন

ফাদার রিপন সরদার ▯ গত মার্চ ১১, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ রোজ শনিবার সাতক্ষীরা ধর্মপল্লীর অর্ন্তগত খোরদো গ্রামে পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস - ২০২৩ উদ্‌যাপন করা হয়। আশেপাশের গ্রামগুলো থেকে প্রায় ১৫০ জন শিশু উপস্থিত ছিল এই সেমিনারে। সকাল ৯টায় তারা খোরদো গ্রামের মিশন প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়। গ্রামের ক্যাটেখিস্ট মাস্টারগণ তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। প্রথমে প্রারম্ভিক প্রার্থনা ও পরিচয় পর্বে সবাই নিজেদের পরিচয় তুলে ধরে এরপর সেমিনারীয়ান নিপু হালদার তাদের সাথে ধর্মশিক্ষা ও যিশুখ্রিস্টের জীবনী তুলে ধরেন ও ধর্মশিক্ষার প্রতি তাদের উৎসাহিত করেন। এরপর শিশুদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শিশুরা ধর্মীয় গানের পাশাপাশি দেশীয় সংগীতে নৃত্য পরিবেশন করে। তাছাড়া ছড়া, কবিতা আবৃত্তি ও নৃত্য পরিবেশন করে। এরপর খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন সাতক্ষীরা ধর্মপল্লীর সহকারী যাজক রিপন সরদার। তিনি খ্রিস্টযাগের উপদেশে শিশুদেরকে উৎসাহিত করেন যেন তারা যিশুকে বন্ধু করে নেয় এবং বলেন যিশু শিশুদের ভালবাসেন। 'শিশুর বন্ধু যিশু'- এই মূলসুরকে কেন্দ্র করে সেমিনারটি পরিচালিত হয়। খ্রিস্টযাগের শেষে শিশুদের নিয়ে মিশন প্রাঙ্গণের মাঠে ব্যানার নিয়ে শোভাযাত্রা করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি করে। এই শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপনে খোরদো গ্রামের কমিটি সার্বিকভাবে ও আর্থিকভাবেও সহায়তা দান করেন। এছাড়া খুলনা ধর্মপ্রদেশ ও সাতক্ষীরা ধর্মপল্লী সহায়তা করে॥

সান্তাল সমাজ ও সংস্কৃতি সংরক্ষণে মাঞ্জহি বাইসীর কর্মশালা

সুশীল বি টুডু ▯ গত ১৫-১৬ মার্চ ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের খ্রিস্টজ্যোতি পালকীয় সেবাকেন্দ্রে সান্তাল সমাজ ও সংস্কৃতি সংরক্ষণে মাঞ্জহি বাইসীর কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মশালার আহ্বায়ক ডেভিড হেম্ব্রম এর শুভেচ্ছা বক্তব্যের মাধ্যমে কর্মশালা আরম্ভ করা হয়। বক্তব্য প্রদান করেন কমিটির উপদেষ্টা ফাদার উইলিয়াম মুরমু ও উপদেষ্টা ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডী। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল জের্ভাস রোজারিও বলেন, একসময়কার স্বচ্ছল সান্তাল আদিবাসী এখন গরীব হয়েছে। তারা জমি, ভিটা ও সম্পদ হারাচ্ছে। ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং বণ্ডিং শ্রমিকে পরিণত হচ্ছে। সান্তালরা নিজেদের মাতৃভাষায় কথা বলে না। ফলে ভাষা হারাচ্ছে। অন্যরা যেন সান্তালদের ব্যবহার করতে না পারে তার জন্য সজাগ থাকতে হবে। এরপর সান্তাল সমাজের বক্তা বেনজামিন টুডু সান্তাল সমাজের কাঠামো ও নেতৃত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। সমাজ ও ইউনিয়ন পর্যায়ের কাঠামোর গঠন, বর্তমান সমাজ কাঠামো ও সমাজ পরিচালনার সমস্যা ও সমাধানের প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করেন। মাতৃভাষা শিক্ষা গ্রহণে সান্তালী বর্ণমালা ব্যবহার। বাংলাদেশে সান্তালদের জন্য সান্তালী বর্ণমালা ব্যবহার ও সুবিধা এর জন্য আগামীতে করণীয় বিষয় নির্ধারণ করা হয়। সান্তালী ভাষা চর্চা ও বর্ণমালা ব্যবহার ও রাস্ট্রীয় স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটিও গঠন করা হয়। আলোচনা করেন সহকারী অধ্যাপক সামসন হাঁসদা। সান্তালদের পর্ব বিশেষভাবে সহরায়পরব, বাহাপরব, মৃতের সৎকার, লবান ও এরকপরব বিষয়গুলো আলোচনার মাধ্যমে খ্রিস্টীয়করণের বিষয় আলোচনা করেন ফাদার বার্ণাড টুডু। সান্তাল সমাজের সংস্কৃতিতে আচার অনুষ্ঠান এর তথ্য, তাত্ত্বিক, ঐতিহ্য ও ধর্মীয় দিক বিবেচনা করা। সমাজে বিবাহ, জন্ম ,বাহা, সহায়, সাকরাৎ ,বঙ্গাবুরু ইত্যাদি বিষয়। সেই সাথে সম্পর্ক লেনদেন সম্মান আদান-প্রদান বিষয়ে আলোচনা করেন গাব্রিয়েল হাঁসদা॥

ঘোড়ারপাড় ধর্মপল্লীতে পালকীয় সম্মেলন

টমাস রনি গোমেজ ▯ গত ১২ মার্চ ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, রোজ রবিবার স্বর্গোন্নীতা ধন্যা কুমারী মারীয়ার ধর্মপল্লী ঘোড়ারপাড়ে মহামান্য ধর্মপাল ইম্মানুয়েল রোজারিও এর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের পালকীয় ধর্মপত্র "মিলনধর্মী মণ্ডলীতে, একসাথে চলার আনন্দ" মূলভাবের আলোকে ধর্মপল্লী পর্যায়ে পালকীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে ৩০টি গ্রাম হতে প্রায় ৬০জন খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন। সকালে রবিবাসরীয় খ্রিস্টযাগের মাধ্যমে উক্ত সম্মেলন শুরু করা হয়, খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন বিশপ ইম্মানুয়েল রোজারিও এবং তাকে সহযোগিতা করেন ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার জার্মেইন সঞ্চয় গোমেজ, ফাদার ক্লারেন্স পলাশ হালদার। খ্রিস্টযাগের পর মিশন স্কুলের হল রুমে উদ্বোধনী প্রার্থনা ও প্রদীপ প্রজ্বালনের মাধ্যমে পালকীয় সম্মেলনের মূল অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। প্রদীপ প্রজ্বালন করেন পালপুরোহিত এবং এলএইচসি সিস্টার, প্যারিশ কাউন্সিল, গ্রাম সভাপতি, মারীয়া সংঘ ও যুব প্রতিনিধিদের মধ্য হতে একজন করে। এরপর বিগত বছরের পালকীয় সম্মেলনীর রিপোর্ট প্রদান করা হয়। ধর্মপালের পালকীয় পত্রের উপর বক্তব্য প্রদান করেন হলি ক্রস নব্যাদক্ষ ফাদার ভিনসেন্ট গমেজ সিএসসি। তিনি তার বক্তব্যে খ্রিস্টভক্তদের উপযোগী করে পালকীয় পত্রের মূল বিষয়গুলো উপস্থাপন করেন। পরবর্তীতে দলীয় আলোচনার মাধ্যমে নির্ণয় করা হয় আগামী একটি বছর ধর্মপল্লীতে মঙ্গলবাণী প্রচার, পালকীয় এবং আধ্যাত্মিক যত্নের জন্য আমরা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও ধর্মপল্লী পর্যায়ে কি কি কাজ করব। এরপর বিগত একটি বছর যে সকল কার্যক্রম করা হয়েছে আলোকচিত্রের মাধ্যমে তা দেখানো হয়। বিগত বছরের কার্যক্রমে কোন বিষয়গুলো বাদ পড়েছে এবং আরো কি হলে ভালো হত তা আলোচনা করা হয়। অতঃপর মণ্ডলীর কাজে সকলের নিঃস্বার্থ সহযোগিতার জন্য পালপুরোহিত সকলকে ধন্যবাদ জানান ও আরো উদারভাবে সহযোগিতার আহ্বান জানান। পরবর্তীতে মধ্যাহ্ন ভোজের মাধ্যমে উক্ত সম্মেলন সমাপ্ত হয়॥

মুক্তিদাতা হাই স্কুলে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মদিন ও শিশু দিবস পালন ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

ব্রাদার রঞ্জন পিউরিফিকেশন সিএসসি ▯ মুক্তিদাতা হাই স্কুল, বাগানপাড়া, রাজশাহী-এর আয়োজনে বিগত ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্ম দিন ও শিশু দিবস পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অত্র প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ও রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডী, এছাড়াও প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক ব্রাদার রঞ্জন লুক পিউরিফিকেশন সিএসসি, বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ, শিক্ষকমণ্ডলী, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ। জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। উদ্বোধনী নৃত্যের দ্বারা সকল অতিথি, অভিভাবক, শিকার্ফীদেরকে বরণ করে নেওয়া হয়। শুরুতেই বক্তব্য রাখেন ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডী। এছাড়াও আলোচনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন সুরভী রোজারিও, সবিতা মারান্ডী ও ব্রাদার রঞ্জন পিউরিফিকেশন সিএসসি। দিনের কর্মসূচির মধ্যে ছিল সর্বজনীন প্রার্থনা, আলোচনা সভা। পরে শিশুদের নিয়ে কেক কাটা ও কেক খাওয়ানো এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়॥

মারীয়াবাদ ধর্মপল্লীতে, বোর্ণী ক্রেডিটের উদ্যোগে নারী দিবস উদ্‌যাপন

উজ্জ্বল গমেজ ▯ গত ০৮ মার্চ, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ রোজ বুধবার "মারীয়াবাদ ধর্মপল্লীতে" বোর্ণী ক্রেডিটের উদ্যোগে ফাদার এ কান্তন মিলনায়তনে সারাদিন ব্যাপী নারী দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এবারের নারী দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়: "ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন, জেন্ডার বৈষম্য করবে নিরসন"। এতে ধর্মপল্লীর বিভিন্ন গ্রাম থেকে প্রায় ৪৫০ জন নারী অংশগ্রহণ করে। সকাল ৮টায় রেজিস্ট্রেশনের মধ্যদিয়ে দিনের কার্যক্রম শুরু হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার সুশান্ত ডি' কস্তা, অত্র ক্রেডিটের চেয়ারম্যান অসীম মাইকেল দেশাই এবং নারীদের মধ্যে একজন নেত্রী। জাতীয় সঙ্গীত ও শপথ বাক্য পাঠের পর নারীরা ফেস্টুন, ব্যানারসহ স্লোগান দিতে দিতে একটি র‍্যালী করেন। এতে তাদের বিভিন্ন অধিকারের কথা তুলে ধরা হয়। প্রত্যেকটি গ্রামের একজন করে প্রতিনিধি প্রদীপ প্রজ্বালন করেন। দিনের তাৎপর্য তুলে ধরেন সেন্ট লুইস উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা মিসেস জয়ন্তী লাভলী ডি' কস্তা। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ও প্রধান অতিথি ফাদার সুশান্ত ডি' কস্তা। তিনি সকল নারীদেরকে নারী দিবসের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। অসীম মাইকেল দেশাই "নারী নেতৃত্বায়নের উপর গুরুত্বারোপ করেন। নারী নেত্রী মিসেস রত্না গমেজ বলেন- "নারীরা সব কিছু করতে পারেন ও সকল ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর আহ্বান জানান।" এরপর সকল নারীদের নিয়ে বিভিন্ন ধরনের খেলাধূলার আয়োজন করা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন গ্রাম থেকে বাছাইকৃত নারীগণ বিভিন্ন বিষয়ের উপর নাচ, গান, নাটিকা, একক অভিনয় ও জারী গানের মাধ্যমে সচেতনতা দান করেন। স্কুলের সহকারী শিক্ষিকা মিসেস লিপি রোজারিও ও মিসেস সাগরী গমেজে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। পরিশেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ ও মধ্যাহ্ন ভোজের মধ্যদিয়ে দিনের কার্যক্রম শেষ করা হয়॥

অনুষ্ঠিত হলো কাককো লি:'র বার্ষিক সাধারণ সভা

রবীন ভাবুক ▯ ১১ মার্চ ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে কাককো'র চেয়ারম্যান পংকজ গিলবার্ট কস্তার সভাপতিত্বে ও প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারি ডমিনিক রঞ্জন পিউরীফিকেশনের সঞ্চালনায় মোহাম্মদপুরের সিবিসিবি সেন্টারে দি সেন্ট্রাল

এসোসিয়েশন অব খ্রিস্টান কো-অপারেটিভস্ (কাককো) লিমিটেডের ১২তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমবায় অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও নিবন্ধক ড. তরুন কান্তি শিকদার। গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকার আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমবায় অধিদপ্তরের ঢাকা বিভাগীয় যুগ্ম-নিবন্ধক শেখ কামাল হোসেন, ঢাকা ক্রেডিটের প্রেসিডেন্ট ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া, বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট নির্মল রোজারিও, ড. ফাদার লিটন গমেজ সিএসসি, অপূর্ব যাকোব রোজারিও, মাইকেল জন গমেজসহ আরো অনেকে।

বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রধান অতিথি ড. তরুন কান্তি বলেন, 'আজ স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। সমবায় সমিতিতে দুই পক্ষের একটি লেনদেন প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই লেনদেন নিয়ন্ত্রণ করতে সরকারের নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করতে হয়। আসলে আইনগুলো তৈরি হয়েছে সামাঞ্জস্য ধরে রাখতে।'

আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ বলেন, 'ফাদার চার্লস জে ইয়াং অনেক ভালবেসে ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে ক্রেডিট ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। খ্রিস্টের ভালবাসা ও আদর্শে এই ক্রেডিট ইউনিয়নের যাত্রা শুরু করেন। তাই আমাদেরকে দায়িত্ব খ্রিস্টের প্রকৃত শিষ্য হয়ে সমাজ পরিচালনা করতে হবে।'

পংকজ গিলবার্ট কস্তা বলেন, 'বর্তমান সময়ে সমিতির কার্যক্রম বেড়েছে। অনেক সমবায় প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছে। ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম বৃদ্ধি পাওয়াতে মূলধনও বেড়ে যাচ্ছে। কাককো লি: বিভিন্ন সময়বায় সমিতির অভিভাবক প্রতিষ্ঠান হিসেবে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করে যাচ্ছে।

এ দিন সকালে জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে জাতীয়, সমবায় এবং কাককো লি:'র পতাকা উত্তোলন, আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন ঘোষণা, বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন, ব্যবস্থাপনা পরিষদের কার্যক্রম প্রতিবেদন পাঠ ও অনুমোদন, আর্থিক প্রতিবেদন পেশ ও অনুমোদন, প্রস্তাবিত বাজেট পর্যালোচনা ও অনুমোদন, ঋণের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ, নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও গ্রহণ, উপ-আইন সংশোধনী, সংশোধিত চাকরি বিধি ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা অনুমোদন, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কোষের প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভা সম্পন্ন হয়॥

দশম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

ডা. নেলসন ফ্রান্সিস পালমা ▯ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ক্যাথলিক ডক্টরস (এবিসিডি)-এর ১০ম বার্ষিক সাধারণ সভা গত ০৩ মার্চ, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে শুক্রবার সন্ধ্যায় তেজগাঁও গির্জা প্রাঙ্গণে মাদার তেরেজা ভবনে অবস্থিত ঢাকা আর্চডায়োসিস সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এবিসিডি-র চ্যাপলেইন ও শুলপুর ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার ড. লিন্টু ফ্রান্সিস ডি' কস্তা এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এপিসকপাল স্বাস্থ্য কমিশনের সম্পাদিকা মিসেস লিলি আন্তনীয়া গমেজ। সভায় সভাপতিত্ব করেন ডা. এডুয়ার্ড পল্লব রোজারিও।

শুরুতেই প্রধান ও বিশেষ অতিথিদ্বয় আসন গ্রহণ করেন। হাউজের সর্বসম্মতিক্রমে ডা. ফ্রান্সিসকা রিনিক গমেজকে সভার কার্যবিবরণী রক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হয়। প্রারম্ভিক প্রার্থনা করেন মিসেস লিলি আন্তনীয়া গমেজ। এরপর স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন সভাপতি ডা. এডুয়ার্ড পল্লব রোজারিও। তিনি তার বক্তব্যে বিগত দুই বছরের কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরেন। এরপর সভার প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিদ্বয় বক্তব্য প্রদান করেন। ২০২২ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত নবম বার্ষিক সাধারণ সভার সকল ধরনের রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। এরপর নতুন কার্যকরী পরিষদ (২০২৩-২০২৫) গঠনের লক্ষ্যে দুই সদস্যবিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠিত হয় যাতে আহ্বায়ক ও সদস্য হিসেবে ছিলেন যথাক্রমে ফাদার ড. লিন্টু ফ্রান্সিস ডি' কস্তা এবং মিসেস লিলি আন্তনীয়া গমেজ। সভায় উপস্থিত সদস্য-সদস্যার প্রত্যক্ষ মতামতের ভিত্তিতে নতুন কার্যকরী পরিষদ (২০২৩-২০২৫) গঠিত হয়। পরিষদের সদস্যরা হলেন- সভাপতি - ডা. এডুয়ার্ড পল্লব রোজারিও, সাধারণ সম্পাদক- ডা. নেলসন ফ্রান্সিস পালমা, কোষাধ্যক্ষ- ডা. আলবার্ট রোজারিও পবন, সদস্য- ডা. ফ্রান্সিসকা রিনিক গমেজ ও ডা. সিলভিয়া স্যান্ড্রা রিবেরু, মনোনীত সদস্য- ডা. চার্লস অনিক গমেজ ও ডা. ফাল্গুনী পেরেরা॥

এটিএন বাংলা কর্তৃক কবি ড. আগস্টিন ক্রুজকে উন্নয়ন বাংলাদেশ অ্যাওয়ার্ড, ২০২২ প্রদান

এলড্রিক বিশ্বাস ▯ গত ৫ মার্চ, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, রবিবার ঢাকা বিএফডিসিতে এটিএন বাংলা কর্তৃক উন্নয়ন বাংলাদেশ অ্যাওয়ার্ড, ২০২২ প্রদান করা হয়। অন্যান্যদের সাথে সাহিত্য ও কবিতার জন্য সম্মাননা গ্রহণ করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও কবি ড. আগস্টিন ক্রুজ। আয়োজনে ছিল এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক, এমপি মহোদয়। সভাপতিত্ব করেন এটিএন বাংলার উপদেষ্টা

নওয়াজীশ আলী খান। অনুষ্ঠানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, অর্থনীতি, যোগাযোগ, সংস্কৃতি, ক্রীড়া, প্রশাসনসহ বিভিন্ন খাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য সম্মাননা প্রদান করা হয়। সম্মাননা গ্রহণের পর কবি ড. আগস্টিন ক্রুজ বলেন - আমি এটিএন বাংলাকে সম্মাননা প্রদানের জন্য ও গুণীজন যারা এসেছেন তাদের সবাইকে অভিনন্দন জানাই। স্বাধীনতা অর্জন করা সহজ ধরে রাখা কঠিন। আমাদের দেশের মানুষ অনেক বুদ্ধিমান, উর্বরা মাটি, প্রচুর দেশপ্রেম আছে। অনেক শক্তিশালী দেশ হবে। এই জাতি সামনে এগিয়ে যাবে এই প্রার্থনা করি॥

ফ্ল্যাট বিক্রি! ফ্ল্যাট বিক্রি! ফ্ল্যাট বিক্রি!

১০৬০ স্কয়ার ফিটের একটি ফ্ল্যাট বিক্রি হবে-চতুর্থ তলা (4-C)
দুইটা বেড রুম, দুইটা টয়লেট, একটা বারান্দা, ডাইনিং ও সিটিং রুম এবং রান্নাঘর, একটি গাড়ি পাকিং।
(লিফটের সুব্যবস্থা আছে)

যোগাযোগের ঠিকানা

৭০/১ মনিপুরীপাড়া (Western Garden) তেজগাঁও, ঢাকা।
যোগাযোগ করতে অনুরোধ করছি
01611-507068

বিজ্ঞ/১২/২৩

আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন

আমি রেনু পালমা, রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীর দেউলিয়া গ্রামের একজন খ্রিস্টভক্ত। আমার স্বামী গ্লেইন পালমা গত ১৪ মার্চ ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ সকাল ৬টার সময় হঠাৎ করে ব্রেন স্টোক হয়। এতে তার ব্রেনে রক্তক্ষরণ এবং ডান হাত ও পা অচল হয়ে পরে। আমার স্বামীকে আগারগাঁও নিউরো সাইন্স হসপিটালে ভর্তি করা হয়েছে এবং চিকিৎসারত আছে।

আমার স্বামীর চাকুরী নেই, পরিবারে স্বামী ছাড়া আর কেউ উপার্জনক্ষম ব্যক্তি নেই। আমাদের ৪ জন সন্তান, এবং ৬ জনের পরিবার অতি কষ্টে দিন অতিবাহিত করছি। এদিকে তার হাসপিটালের চিকিৎসার খরচ চলাতে অনেক কষ্ট হচ্ছে। এমতাবস্থায় আমার স্বামীর চিকিৎসার জন্য বিনীতভাবে আপনাদের নিকট আর্থিক সাহায্য সহযোগিতার কামনা করছি, যেন আপনাদের সহযোগিতায় আমার স্বামীকে সুস্থ করে তুলতে পারি।

আমি বিশ্বাস করি আপনাদের সম্মিলিত আর্থিক অনুদানে ও প্রার্থনায় আমার স্বামী সুস্থ হয়ে উঠবে। আপনাদের উদার আর্থিক সহায়তা ও প্রার্থনার জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকবো।

আর্থিক অনুদান পাঠানোর ঠিকানা

ফাদার আলবিন গমেজ
পাল-পুরোহিত
রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী

রেনু পালমা, বিকাশ: 01927-096018
ডাচ বাংলা ব্যাংক লিমিটেড, কালীগঞ্জ ব্রাঞ্চ
একাউন্ট নাম্বার: 239 151 9641

Hospital License No: HSM4320756
Hospital Reg. Code: HSM16585

সেন্ট জন ভিয়ানী হাসপাতাল
ঢাকা আর্চডায়োসিসের একটি স্বাস্থ্য-সেবা প্রতিষ্ঠান

অল্প খরচে অত্যাধুনিক মেশিনে ডায়ালিসিস

মাত্র তিন হাজার টাকায় আপনি পাচ্ছেন সর্বাধুনিক মেশিনে ডায়ালিসিসের সুবর্ণ সুযোগ। আপনার সাথে থাকছেন- দক্ষ-উচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডাক্তার নার্স-টেকনিশিয়ান। আপনার স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিরসনে পাবেন আইসিউ সাপোর্ট

মাত্র দুইশত টাকায় জরুরী ডাক্তার সেবা

আপনি ২৪ ঘন্টা পাচ্ছেন মাত্র দুইশত টাকায় জরুরী ডাক্তার সেবা
বিশেষজ্ঞ ডাক্তারতো প্রয়োজন মত আপনাকে অল্প ভিজিটে সেবা দেবেনই

আপনাদের সেবায় আরও নিয়োজিত

* তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত ধূলা-বালিমুক্ত, সরাসরি প্রস্তুতকারী কোম্পানী থেকে সংগৃহিত ঔষধালয়
* বিখ্যাত সিআরপি ও সরকারী অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষিত থেরাপিস্ট দ্বারা পরিচালিত ফিজিওথেরাপী বিভাগ
* বিশ্ববিখ্যাত মেশিনে ও মানসম্মত রিএজেন্ট ব্যবহৃত প্যাথলজি বিভাগ
* অত্যাধুনিক মেশিনে আলট্রাসনো ও এক্স-রে বিভাগ
* মানসম্মত যন্ত্রপাতি ও অভিজ্ঞ সার্জন দ্বারা পরিচালিত অপারেশন থিয়েটার ও ডেন্টাল ইউনিট, সিজারিয়ানসহ সব ধরনের অপারেশনের সুব্যবস্থা

যোগাযোগ করুন:

৯ হলিক্রস কলেজ রোড, তেজকুনীপাড়া, ফার্মগেট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫
ফোন: ০৯৬৭৮৬০০০০৬, ০৯৬৭৮৪১০০৪২, ০১৩০০৯৭৮৬১৯
Email: info@sjvhbd.com/Website: www.sjvhbd.com
Contact: 09678600006 / 09678410042 / 01300978619

বিজ্ঞ/৮৯/২০২৩

প্রতিবেশী প্রকাশনীতে পাওয়া যাচ্ছে! বাণীবিতান, প্রার্থনাবিতান, পানপাত্র ও ছোট-বড় ক্রুশ

- ❒ বাণী বিতান দৈনিক পাঠ (৩,২০০/= টাকা)
- ❒ বাণী বিতান রবিবাসরীয় (২,৫০০/= টাকা)
- ❒ খ্রিস্টযাগের প্রার্থনা সংকলণ (৩,০০০/= টাকা)

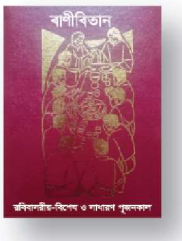

এছাড়াও পাওয়া যাচ্ছে

- ❒ খ্রিস্টযাগ রীতি
- ❒ খ্রিস্টযাগ উত্তরদানের লিফলেট
- ❒ ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর বই
- ❒ কাথলিক ডিরেক্টরী
- ❒ এক মলাটে নির্বাচিত কলামগুচ্ছ
- ❒ যুগে যুগে গল্প
- ❒ সমাজ ভাবনা
- ❒ প্রণাম মারীয়া : দয়াময়ী মাতা
- ❒ বাংলাদেশে খ্রীষ্টমণ্ডলীর পরিচিতি
- ❒ খ্রিস্টমণ্ডলী ও পালকীয় কর্মকাণ্ড (১ম ও ২য় খণ্ড)
- ❒ বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিকথা
- ❒ সাধু যোসেফ পরিবারের রক্ষক ও বিশ্বমণ্ডলীর প্রতিপালক
- ❒ সলতে
- ❒ ছোটদের সাধু-সাধ্বী

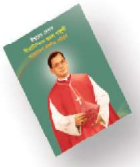

বিশেষ দ্রষ্টব্য: অর্ডার সাপেক্ষে বিভিন্ন সাইজের মূর্তি সরবরাহ করা হয়।

অতিসত্ত্বর যোগাযোগ করুন। -যোগাযোগের ঠিকানা -

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
গাজীপুর।

বর্ষ ৮৩ ❖ সংখ্যা - ১১
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 11
Regd. No. DA-33
❖ 26 March - 1 April, 2023, ১২ - ১৮ চৈত্র, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

প্রতিবেশী'র ইস্টার সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিন

আপনার প্রিয় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী' আসন্ন ইস্টার সানডে উপলক্ষে জ্ঞানগর্ভ, অর্থপূর্ণ ও আকর্ষণীয় সাজে সজ্জিত হয়ে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। **সম্মানিত পাঠক, লেখক লেখিকা ও সুধী,** আসন্ন ইস্টার সানডে উপলক্ষে আপনি কি প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে চান কিংবা আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে চান? এবারও ভিতরের পাতায় রঙিন বিজ্ঞাপন ছাপার সুযোগ রয়েছে। তবে আর দেরী কেন? আজই যোগাযোগ করুন।

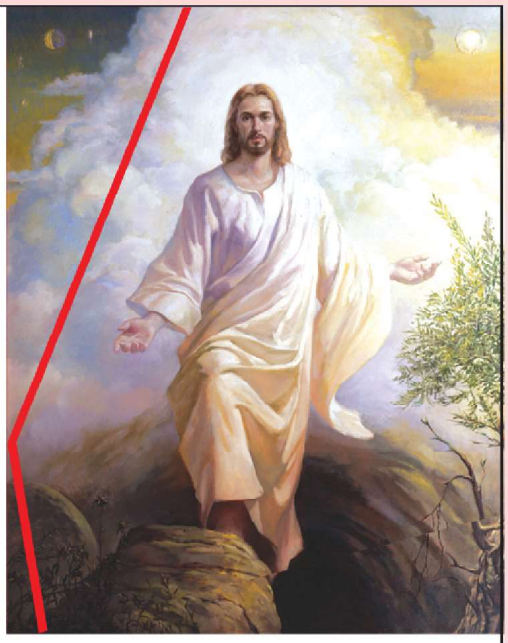

ইস্টার সানডে'র বিশেষ বিজ্ঞাপন হার

শেষ কভার পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	২৫,০০০ টাকা →	বুক্ড
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	১৫,০০০ টাকা →	বুক্ড
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	১৫,০০০ টাকা →	বুক্ড
ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা রঙিন	=	১০,০০০ টাকা	
ভিতরে অর্ধেক পৃষ্ঠা রঙিন	=	৬,০০০ টাকা	
ভিতরে এক চতুর্থাংশ রঙিন	=	৩,০০০ টাকা	
ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা সাদাকালো	=	৭,০০০ টাকা	
ভিতরে অর্ধেক পৃষ্ঠা সাদাকালো	=	৪,০০০ টাকা	
ভিতরে এক চতুর্থাংশ সাদাকালো	=	২,৫০০ টাকা	

যোগাযোগ করুন –

বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন বিভাগ

ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫, মোবাইল : ০১৭৯৮-৫১৩০৪২ (বিকাশ)

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org